হারামণি

ডক্টর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডি, লিট, মহাশয়ের
ভূমিকা সম্বলিত

ডক্টর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডি, লিট, সি, আই, ই
অঙ্কিত প্রচ্ছদপট ভূষিত

সংগৃহীত ও সম্পাদিত

মৌলবী মুহম্মদ মনস্সুর উদ্দীন, এম-এ

(ইহার লভ্যাংশ শিক্ষাবিস্তার কল্পে ব্যয়িত হইবে।

প্রাপ্তিস্থান
প্রবাসী কার্য্যালয়
১২০।২ আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা।

প্রকাশক

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন এম-এ

জি ৩৬।৩৭ মিউনিসিপাল মার্কেট

কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ ১,১০০

বৈশাখ ১৩৩৭

প্রিণ্টার

এম, ই, খান মজলিশ

মেসার্স করিমবক্স ব্রাদার্স প্রিণ্টার্স

৯নং আন্তনীবাগান লেন, কলিকাতা।

মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র

বাঁধান দেড় টাক মাত্র।

আশীর্ব্বাদ

মুহম্মদ মনস্মুরউদ্দীন বাউল-সঙ্গীত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এসম্বন্ধে পূর্ব্বেই তাঁর সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে আলাপ হয়েছিল, আমিও তাঁকে অন্তরের সঙ্গে উৎসাহ দিয়েছি। আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউল-দলের সঙ্গে আমার সর্ব্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হ'ত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল-সুরের মিল ঘটেচে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের স্বর ও বাণী কোন্ এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হ'য়ে মিশে গেছে। আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স,—শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল,

"কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশ বেড়াই ঘুরে।"

কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল। এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে, "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ"—যাঁকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণ-বেদনা। অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটিই শুন্‌লুম, তার গেঁয়ো সুরে, সহজ ভাষায়—যাঁকে সকলের চেয়ে জান্‌বার তাঁকেই সকলের চেয়ে না-জানবার বেদনা—অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে শিশু, তারই কান্নার সুর—তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে। "অন্তরতর যদয়মাত্মা" উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন "মনের মানুষ" ব'লে শুন্‌লুম, আমার মনে বড় বিস্ময় লেগেছিল। এর অনেককাল পরে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের অমূল্য সঞ্চয়ের থেকে এমন বাউলের গান শুনেচি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না, তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেম্‌নি কাব্যরচনা, তেম্‌নি ভক্তির রস মিশেচে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্ব্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় ব'লে বিশ্বাস করিনে।

সকল সাহিত্যে যেমন লোকসাহিত্যেও তেম্‌নি, তার ভালমন্দের ভেদ আছে। কবির প্রতিভা থেকে যে রসধারা বয় মান্দাকিনীর মতো অলক্ষ্যলোক থেকে সে নেমে আসে; তারপর একদল লোক আসে যারা খাল কেটে সেই জল চাষের ক্ষেতে আন্‌তে লেগে যায়। তারা মজুরি করে,

তাদের হাতে এই ধারার গভীরতা, এর বিশুদ্ধিতা চ'লে যায়, কৃত্রিমতায় নানাপ্রকারে বিকৃত হ'তে থাকে। অধিকাংশ আধুনিক বাউলের গানের অমূল্যতা চ'লে গেছে তা চল্‌তি হাটের শস্তা দামের জিনিষ হ'য়ে পথে পথে বিকোচ্চে। তা অনেক স্থলে বাঁধি বোলের পুনরাবৃত্তি এবং হাস্যকর উপমা তুলনার দ্বারা আকীর্ণ,—তার অনেকগুলোই মৃত্যুভয়ের শাসনে মানুষকে বৈরাগীদলে টান্‌বার প্রচারকগিরি। এর উপায় নেই, খাঁটি জিনিষের পরিমাণ বেশী হওয়া অসম্ভব, খাঁটির জন্যে অপেক্ষা কর্‌তে ও তাকে গভীর ক'রে চিন্‌তে যে-ধৈর্য্যের প্রয়োজন তা সংসারে বিরল। এইজন্যে কৃত্রিম নকলের প্রচুরতা চল্‌তে থাকে। এইজন্যে সাধারণতঃ যে-সব বাউলের গান যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়, কি সাধনার কি সাহিত্যের দিক্ থেকে তার দাম বেশী নয়।

তবু তার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। অর্থাৎ এর থেকে স্বদেশের চিত্তের একটা ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ভারতবর্ষীয় চিত্তের যে-একটি বড় আন্দোলন জেগেছিল সেটি মুসলমান অভ্যাগমরে আঘাতে। অস্ত্র হাতে বিদেশী এলো, তাদের সঙ্গে দেশের লোকের মেলা হোলো কঠিন। প্রথম অসামঞ্জস্যটা বৈষয়িক অর্থাৎ বিষয়ের অধিকার নিয়ে, স্বদেশের সম্পদের ভোগ নিয়ে। বিদেশী রাজা হ'লেই এই বৈষয়িক বিরুদ্ধতা অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে। কিন্তু মুসলমান শাসনে সেই বিরুদ্ধতার

তীব্রতা ক্রমশঃই কমে আস্‌ছিল কেননা তারা এই দেশকেই আপন দেশ ক'রে নিয়েছিল. সুতরাং দেশকে ভোগ করা সম্বন্ধে আমরা পরস্পরের অংশীদার হ'য়ে উঠ্‌লুম। তা ছাড়া, সংখ্যা গণনা কর্‌লে দেখা যাবে, এদেশের অধিকাংশ মুসলমানই বংশগত জাতিতে হিন্দু, ধর্ম্মগত জাতিতে মুসলমান। সুতরাং দেশকে ভোগ কর্‌বার অধিকার উভয়েরই সমান। কিন্তু তীব্রতর বিরুদ্ধতা রয়ে গেল ধর্ম্ম নিয়ে। মুসলমান শাসনের আরম্ভকাল থেকেই ভারতের উভয় সম্প্রদায়ের মহাত্মা যাঁরা জন্মেছেন তাঁরাই আপন জীবনে ও বাক্য-প্রচারে এই বিরুদ্ধতার সমন্বয়-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সমস্যা যতই কঠিন ততই পরমাশ্চর্য্য তাঁদের প্রকাশ। বিধাতা এম্‌নি ক'রেই দুরূহ পরীক্ষার ভিতর দিয়েই মানুষের ভিতরকার শ্রেষ্ঠকে উদ্‌ঘাটিত ক'রে আনেন। ভারতবর্ষে ধারাবাহিক ভাবেই সেই শ্রেষ্ঠের দেখা পেয়েছি, আশা করি আজও তার অবসান হয়নি। যে-সব উদার চিত্তে হিন্দু-মুসলমানের বিরুদ্ধ ধারা মিলিত হ'তে পেরেচে, সেইসব চিত্তে সেই ধর্ম্মসঙ্গমে ভারত-বর্ষের যথার্থ মানস-তীর্থ স্থাপিত হয়েছে। সেইসব তীর্থ দেশের সীমায় বদ্ধ নয়, তা অন্তহীনকালে প্রতিষ্ঠিত। রামানন্দ, কবীর, দাদু, রবীদাস, নানক প্রভৃতির চরিতে এইসব তীর্থ চিরপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে রইল। এঁদের মধ্যে

সকল বিরোধ সকল বৈচিত্র্য একের জয়বার্ত্তা মিলিত কণ্ঠে ঘোষণা করেচে।

আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্চেন। অন্যদেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তাঁদের শিক্ষা। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন ক'রে এসেচে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি, —এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েচে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি, এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্য্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু মুসলমানের কণ্ঠ মিলেচে, কোরান পুরাণে ঝগড়া বাধেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্ব্বরতা। বাঙলা দেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কি রকম কাজ ক'রে এসেচে, হিন্দু মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেচে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। এই জন্য মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন মহাশয় বাউল সঙ্গীত সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ কর্‌বার যে উদ্যোগ করেচেন, আমি তার অভিনন্দন করি,

—সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচার ক'রে না, কিন্তু স্বদেশের উপেক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে মানব-চিত্তের যে-তপস্যা সুদীর্ঘকাল ধ'রে আপন সত্য রক্ষা ক'রে এসেচে তারই পরিচয় লাভ কর্‌ব এই আশা ক'রে।

শান্তিনিকেতন, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পৌষ-সংক্রান্তি, ১৩৩৪

ভূমিকা

আল্লাহ্ তা'আলার অসীম অনুগ্রহে আমার সুদীর্ঘ ছয় বৎসরের পরিশ্রম ও যত্নের ফল আমার স্বদেশবাসীর ও আমার মাতৃভাষাভাষী ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে সসঙ্কোচে স্থাপন করিতেছি। আমরা অতি আগ্রহ সহকারে বাঙলার পল্লী হইতে যে গানগুলি সংগ্রহ করিয়াছি তাহার সাহিত্যিক মূল্য বিচার করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে ; কেন না নিজের জিনিষের প্রতি মমত্ববোধে লোক ন্যায় বিচার করিতে পারে না। কিন্তু তবু এই স্থানে একটী কথা উল্লেখ করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে এই গানগুলির সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে ইহাদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারিয়াছি যাহা বাহিরের পাঠক বা দর্শকের অনভ্যস্ত চক্ষে সহজে সহসা ধরা পড়িবে না।

প্রথমে কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া এই গানগুলি সংগ্রহ করিতে সুরু করি। কলেজে অধ্যয়নকালে ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে Percy's Reliquesএর খুব প্রশংসাবাদ দেখিতে পাই, এবং রাজশাহী কলেজের পরলোকগত অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত বন্দোপাধ্যায়, এম-এ, আই-ই-এস মহোদয় একদিন প্রকাশ্য সাহিত্য-

সভায় আমার প্রচেষ্টার যৎপরোনাস্তি আন্তরিক সাধুবাদ করেন। ইহার ফলে আমার হৃদয়ে বাঙলার পল্লীগান সংগ্রহ করিবার বাসনা দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়া যায়।

কর্ত্তব্য সম্পাদনের অবসরকালে যে সময়টুকু আমরা পাইতাম তখনই উহা পল্লীগান সংগ্রহের জন্য ব্যয় করিতাম। এক কথায় পল্লীগান সংগ্রহ আমার ভয়ানক রোগের মত দাঁড়াইয়া যায়।

সাধারণতঃ বৈরাগী ও মুসলমান নিরক্ষর চাষীদের নিকট নিকট হইতে এই গানগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। রাজশাহী, ফরিদপুর, নদীয়া, পাবনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জিলা হইতে এই গানগুলি পাওয়া গিয়াছে।

এই সংগ্রহে লালন ফকিরের অনেকগুলি গান রহিয়াছে। লালনের বাড়ী নদীয়া জিলায়। তাঁহার অসংখ্য শিষ্য। তাঁহার শিষ্যেরা সূফী দরবেশের মত চক্রাকারে বৈঠকে বসে। তৎপরে তাহারা গান সুরু করে।

গানের নানা প্রকার ধারা আছে। সাধারণতঃ চক্রাকারে ভজন গান করে। ভজন গান গাহিতে গাহিতে তাহারা তন্ময় হইয়া যায়। এই গানগুলিকে সাধারণতঃ দেহতত্ত্ব বা শব্দ গান বলে। কোথাও কোথাও এই গানকে মারেফাত গান কহে। এই সকল গানে অনেক সূফী পারিভাষিক শব্দ দৃষ্ট হয়। কোন কোন গানে আবার সূফী ও হিন্দু পারিভাষিক শব্দও

পাওয়া যায়। এই সংমিশ্রণ দেখিয়া মনে হয় এককালে উত্তর ভারতের মত আমাদের বাঙালা দেশে কবীর, দাদূর জন্ম হইয়াছিল। এই ধারাটীর সাক্ষাৎ আমরা কোথাও পাই না। উহা হারাইয়া গিয়াছে বা অন্তঃসলিলা ফল্গুরমত লোকসঙ্গীতে লুক্কায়িত রহিয়াছে। লোকসঙ্গীতের মূল্য এই স্থানে অতীব উচ্চে। আমাদের মধ্যে কে এই ছিন্ন যোগ-সূত্রের যোগাযোগ স্থাপনে অগ্রসর হইবেন ?

কবি শশাঙ্কমোহন বলিতেন, "আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি হিন্দু ফকির ও মুসলমান ফকিরের মধ্যে অন্তরঙ্গ মধুর সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে।" সত্যই পাগলে পাগলে মিলন ঘটে।

এই সকল গানেও তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কোথাও বিরোধের ভাব ফুটিয়া উঠে নাই। এগুলি যেন অন্ধকার রাত্রের রজনীগন্ধার ন্যায় রাজনৈতিক পতন ও অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়া আপনার অমল সৌন্দর্য্য বহিয়া লইয়া চলিয়াছে। উহাতে এতটুকু কলুষ লাগে নাই।

উত্তর ভারতের কবীর ও দাদূ প্রভৃতি সাধুর হিন্দী রচনাগুলির মধ্যে যে প্রকার উদারতা ও অন্তরিকতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এই গানগুলির মধ্যে তাহার অভাব নাই।

ভজনগান গীতি কবিতা, গীতি কবিতা জাতীয় গান আবার নানা প্রকার। বাউল ও ফকিরের। যখন নতুন দুই দল এক স্থানে সমাগত

হয় তখন তাহারা নিজেদের দলের গুরুকে বড় প্রমাণ করিবার জন্য গানের উপরে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দুর্ব্বোধ্য প্রশ্ন ও হিঁয়ালীচ্ছলে আক্রমণ করে। যাহারা ঐ গানের জওয়াব দিতে পারে তাহাদের সঙ্গে আবার গানের পাল্লা হয়। উত্তরোত্তর ঐ গানের পাল্লা বেশী হইতে থাকে। এমনও শুনা যায় যে সারারাত্রি শুধু উত্তর প্রত্যুত্তরের গান করিতে শেষ হইয়া যায়। আমাদের নিকট যে সকল গান দুর্ব্বোধ্য, উহার জোড়া গান একসঙ্গে শুনিতে পাইলে তদ্রূপ হইত না। প্রত্যেক হিঁয়ালী গানের জোড়া আছে।

গীতি কবিতা জাতীয় অন্য গান আছে তাহার সহিত তত্ত্বের কোন সম্পর্ক নাই। এই গান সাধারণতঃ ধূয়া, বারোমাসী, জারী, শারী প্রভৃতি নামে অভিহিত। ধূয়া গানের আবার প্রকার ভেদ আছে, রসের ধূয়া, চাপান ধূয়া প্রভৃতি। জারীগান সাধারণতঃ কারবলায় নিহত শহিদকে লইয়া রচিত। এই গান অত্যন্ত করুণ। এই গান শ্রবণ করিলে অশ্রু সম্বরণ করা অসম্ভব। জারী পার্সী শব্দ অর্থ ক্রন্দন করা। শারীগানে অশ্লীলতা রহিয়াছে। বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে যে রুচিবিকারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, ধর্ম্মমঙ্গলে যে সামাজিক ধারার পরিচয় পাই জারীগানের মধ্যে তাহার শেষ রেশ রহিয়াছে। জারীগান নৌকা বাইচের সময় গীত হয়।

জাগগানও গীতি কবিতা পর্য্যায়ের। জাগগান সাধারণতঃ রাজসাহী, ফরিদপুর, পাবনা প্রভৃতি জেলায় পৌষমাসে গীত হয়। জাগগানের অনুরূপ গান ঢাকা, নোয়াখালী প্রচলিত আছে বলিয়া শুনিয়াছি। ঐ সকল জেলায় ভ্রমণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই।

ভাসান গান এখন উঠিয়া যাইতেছে। বহুদিন হইল কোথাও এই প্রকার গান কোন পল্লীতে শুনি নাই। যে সকল ভাসান গান বাঙালার পল্লীতে প্রচলিত রহিয়াছে তাহা সংগ্রহ করিলে প্রাচীন মনসামঙ্গলের গানের সঙ্গে তুলনামূলক অধ্যয়নের সুবিধা হইত।

ভাসানের অনুরূপ গান রঙ্গপুর জেলায় প্রচলিত আছে, উহা বিরা গান নামে কথিত, খাজা খেজেরকে অবলম্বন করিয়া রচিত।

কবিগান এককালে বাঙলার খুব প্রিয় ছিল। হিন্দু মুসলমান গ্রামবাসী একত্র একভাবে উহার রস উপভোগ করিত। এখন আর সে ভাব নাই। কবিগান আমরা সংগ্রহ করি নাই, উহা সংগ্রহ করা বড়ই কষ্টসাধ্য ও শ্রমসাপেক্ষ। কেহ ইহা সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করিলে যশঃ পাইবেন নিঃসন্দেহ এবং বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের এক অনাবিষ্কৃত দিক আলোতে উজ্জ্বল করিতে পারিবেন। জনৈক গ্রন্থকার কবিগানের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু উহা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ও সঙ্কীর্ণ।

কবিগান কোন সময় উৎপত্তিলাভ করিয়াছে তাহা সঠিক নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে আমাদের মনে হয় ইহা মুসলমান কবিদের মুশা'য়ারার অনুকরণে সৃষ্ট। মুশায়ারায় পারশ্য কবিদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বপূর্ণ রচনার পরীক্ষা হয়। সংকীর্ত্তনের অধিক প্রচলনের জন্য কবিগান ও অন্যান্য পল্লীগান উত্তরকালে কোনঠৈসা হইয়া পড়ে।

রামায়ণ এক সময়ে পল্লীগান পর্য্যায়ের সাহিত্য ছিল। কালক্রমে উহা সাহিত্য পদবী লাভ করিয়াছে ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে এই রামায়ণ আখ্যায়িকার ইতিবৃত্ত বর্ণণা করিয়াছেন। রাজসাহী জেলার চলনবিল অঞ্চলে এখনও পদ্মপুরাণ গীত হয় বলিয়া শুনিয়াছি। রঙ্গপুরজেলায় জঙ্গনামা প্রভৃতি কিতাব এখনও গীত হয়। আসামে এখনও রামায়ণ বাউল পর্য্যায়ের ভিক্ষুকগণ গাহিয়া থাকে এবং ডিব্রুগড় অঞ্চলে ঐ গান শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম।

আমাদের প্রাচীন বাঙলা কাব্য সাহিত্যের অধিকাংশ গ্রন্থগুলিই যে গীত হইত এবং আমার যতদূর মনে হয় যে ঐ সকল গ্রন্থ পল্লীগান পর্য্যায়ের। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন বিদ্যাসুন্দরের মাল-মসলা ভারতচন্দ্র পল্লীগাথা বা গল্প হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

আমাদের বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্চ্চাচর্য্য বিনিশ্চয় পল্লীগান কি না তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র বলিতে যাওয়া

আমার পক্ষে ধৃষ্টতা কিন্তু বাউলের লক্ষণ বলিতে যাইয়া ডক্টর শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় আমাদিগকে বলিয়াছিলেন চর্য্যাভাব বাউলের অন্যতম লক্ষণ। চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ের পর গোপীনাথের গান, ময়নাবতীর গান, প্রভৃতি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এমন কি বাঙলা সাহিত্যের যে বিরাট সৌধ গড়িয়া উঠিতেছে তাহার সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি। সার গ্রীয়ারসনের কল্যাণে এই ময়নামতীর গান দেশবিদেশে আদৃত হইয়াছে এবং বাঙালীরা উহার যথার্থ মূল্য নিরূপণে সমর্থ হইয়াছেন।

বাঙলার অন্যতম সম্পদ ডাক ও খনার বচন গ্রাম্যগান পর্য্যায়ের জিনিষ না হইলেও উহা যে ছড়া জাতীয় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই সকল হইতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাই যে আমাদের বাঙলা সাহিত্যের ভিত্তিভূমি পল্লীগান ও ছড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত।

উত্তর ভারতের কাজরী জাতীয় গান আমাদের দেশে বোধ হয় নাই। তবে মেয়েরা বিবাহাদির সময় গান গাহিয়া থাকে। ঐ ধরণের কতকগুলি গান এই গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছি। কাজরী গান গাহিয়া হিন্দুস্থানের মেয়েরা যে অনাবিল আনন্দ পাইয়া থাকে আমাদের দেশের মেয়েরাও তাঁহাদের মেয়েলীগান গাহিয়া তদপেক্ষা কম আনন্দ পান বলিয়া মনে হয় না। এই গ্রাম্য মেয়েলী

গান হিন্দুদের মধ্যে এক প্রকার প্রচলন নাই বলিলেই চলে। নিরক্ষর মুসলমান চাষী গৃহস্থের ঘরে এখনও বিবাহের সময় এই গান মাঝে মাঝে শ্রুত হয়। তবে দিন দিন এই প্রচলন রহিত হইয়া যাইতেছে। রঙ্গপুর জেলায় বিবাহের সময় নিরক্ষর মুসলমান চাষী গৃহস্থদের মধ্যে প্রচলিত গান বড়ই কৌতুহলোদ্দীপক। মেয়েরা দলবদ্ধ হইয়া গান করিতে করিতে ফুরুল ডুবায়। ইহা বড়ই আনন্দজনক।

পাবনা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় ইটাকুমারের পূজা হয়। ইহা সাধারণতঃ অশিক্ষিত ও অনুন্নত হিন্দুদেব মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। পৌষ মাসে বালক ও বালিকারা এই পূজা-করিয়া থাকে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লোক-সাহিত্যে এই জাতীয় কতগুলি গান দেখিতে পাওয়া যায়।

কৈবর্ত্ত, জালিক প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে পাট ঠাকুরের পূজার রীতি আছে। উহার সঙ্গে গান গীত হয়। জাগ গানে যেমন ছেলেরা দলবদ্ধ হইয়া গান করে এই পাট ঠাকুরের গানও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। এই গানে নৃত্যের প্রচলন আছে। উহা সাদাসিদে নাচ। মালদহের গম্ভীরা গান আমরা শুনি নাই, উহাতে নাচ আছে কিনা জানি না।

ইংরাজদের Folk dance জাতীয় জিনিষ আমাদেব বাঙলা দেশে আছে বলিয়া আমার মনে হয়, কিন্তু ঐ বিষয়ে

আলোচনা করিবার সুযোগ আমরা পাই নাই। Folk dance এবং Folk-song অচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত।

গাজীর গানে আসল গায়েন নৃত্য করে, কোথাও কোথাও দেখা যায়। বাউলদের গানের সঙ্গে নৃত্য প্রচলিত আছে। ধুয়া, বারোমাস্যা প্রভৃতি গানের সঙ্গে নৃত্যের কোন যোগ নাই। শারী গানের সঙ্গে অঙ্গ চালনা হয়, তবে নৃত্য পর্য্যায়ের নহে।

ময়মনসিংহের ঘাটু গানে গায়েন বালক নৃত্য করে বলিয়া শুনিয়াছি। আমরা কোন ঘাটু গান সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ময়মনসিংহে যে গাথাজাতীয় গান গীত হয় উহা গাজীর গানের অনুরূপ। আমরা নিজেরা ময়মনসিংহের গান গাহিতে শুনিতে পারি নাই কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের গাথা সংগ্রাহক বন্ধুবর কবি জসীমুদ্দিন সাহেবের সৌজন্যে প্রাপ্ত এবং আমার অভিন্ন হৃদয় জরীন কলম ঐ গান গাহিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে একখানি অতীব মূল্যবান চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। বিভিন্ন দেশের গান গাহিবার রীতির তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য উহা অত্যন্ত মূল্যবান।

ময়মনসিংহের গাথা জাতীয় গানের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়াও এই কথা নির্ভয়ে বলা চলে যে উহার মধ্যে যে রসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাহা আমাদের অত্যুন্নত নাগরিক সাহিত্যের নীচে নহে। ময়মনসিংহের গাথা জাতীয় গানে সামাজিক, ধার্ম্মিক নানাবিধ রীতি আচার

অনুষ্ঠানের নিখুত ছবি পাওয়া যায়। গাথা জাতীয় গানে অধিক লোকের প্রয়োজন। এই জন্য ইহা সমধিক প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। প্রত্যুত গীতি কবিতা জাতীয় গানে বেশী লোক লাগে না। ভাদ্রের ভরা গাঙ্গে মাঝি নৌকার হাল ধরিয়া আপনার মনে যেমন "মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারলাম না" গাহিতে পারে আবার বাউল ঘরের কোনেও উহা অনয়াসে গাহিতে পারে। উহার আনুষঙ্গিক কোন বাদ্যযন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন করে না। বাদ্য যন্ত্র হ'লেও চলে না হলেও চলে। কিন্তু গাথা জাতীয় গানে বাদ্য যন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন।

আমার হাতের কাছে কোন বহি নাই, সুদূর মফঃস্বলে পড়িয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির পল্লীগান সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করিবার একান্ত ইচ্ছা ছিল। এবারে তাহা ঘটিয়া উঠিল না বারান্তরে পারিত চেষ্টা করিয়া দেখিব।

আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ এই গানগুলি সংগ্রহে নানা উপায়ে সাহায্য করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের নিকট ঋণী ও কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই সংগ্রহের জন্য দু'কথা লিখিয়া দিয়াছেন এবং শিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই মহোদয় এইগ্রন্থের প্রচ্ছপটের জন্য একখানি ছবি ও প্রচ্ছদ লিপি অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। এই সূত্রে

তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে আমার একান্ত শুভানুধ্যায়ী ও অন্তরঙ্গ 'পীর-ই-মর্গা' শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কেও আমার সশ্রদ্ধ ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। *

শাহাজাদপুর
পাবনা
ফাল্গুন, ১৩৩৬ সাল।

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

দ্রষ্টব্য

যদি কেহ অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই গ্রন্থের উন্নতিবিধানার্থ কোন প্রকার ইঙ্গিত বা সাহায্য প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন বা পল্লীগান সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে চাহেন তবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে বাধিত হইব।

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন
ডাকঘর, খলিলপুর, (পাবনা)।

* দক্ষিণ কলিকাতা উনবিংশ সাহিত্যসম্মিলনীতে পঠিত। ঈষৎ পরিবর্ত্তিতরূপে মুদ্রিত।

বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথি সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক পরম শ্রদ্ধাস্পদ মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সাহেবের করকমলে।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের দীন সেবক

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

বর্ণানুক্রমিক সূচিপত্র

অ

আ

উ

এ

ও

ক

গ

ঘ

চ

জ

ঝ

দ

ধ

ন

ড

ঢ

প

ফ

ব

ভ

ম

য

র

শ

স

হ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

এই গ্রন্থে আমার নিজস্ব কৃতিত্ব কিছুই নাই বন্ধুবান্ধবেরাই সকল কাজ করিয়াছেন। আমি কেবল এগুলি একত্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট ঋণ যে কত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

এই গানগুলির অধিকাংশই, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, বঙ্গবাণী (অধুনালুপ্ত), পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ ম্যাগাজিন, বসুমতী, সম্মিলনী, তরুণ, প্রাচী (অধুনালুপ্ত), মাসিক মোহাম্মদী, কল্লোল, প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্পাদকগণ ইহা প্রকাশ করিয়া আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উৎসাহ না পাইলে এতগুলি গান সংগ্রহ করিতে পারিতাম না।

এই গ্রন্থ মুদ্রণব্যাপারে মেসার্স করিমবক্স ব্রাদার্সের সত্ত্বাধিকারী মৌলভী আবদুর রহমান খান সাহেব আমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন, এবং গ্রন্থের বহিরঙ্গ পারিপাট্য বিষয়ে তাঁহার সহকারী কার্য্যসচিব বন্ধুবর মৌলভী কোরবান আলী খান, বি-এ, সাহেব যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে মুদ্রিত ছবিখানার ব্লক "প্রবাসীর" সৌজন্যে প্রাপ্ত এবং পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ, এম-এ, ডি-লিট মহাশয়ের চেষ্টায়ই ব্লকখানা তৈয়ারী হইয়াছে তজ্জন্য তাঁহার নিকট ঋণী।

সুসাহিত্যিক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, শ্রীইন্দিরা দেবী, শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী, ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ডি-লিট, শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজলধর সেন, শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি সাহিত্যিক সাধুগণ এই গ্রন্থ প্রকাশে যদি আমাকে প্রবুদ্ধ না করিতেন তবে সাহস করিয়া ইহা ছাপাইতে পারিতাম না। এই গ্রন্থের দোষগুণের এবং আদর অনাদরের জন্য তাঁহারাই ও আমার অন্যান্য বন্ধুগণ দায়ী।

তরুণ-আমাত
কলিকাতা। } মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

বাউল গান*

বাউল শব্দটা বাউর হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ বলেন। উত্তর ভারতের বাউর শব্দের সহতি আমাদের দেশের বাউলের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহোদয় বলেন, বাউল শব্দটি আউল শব্দজ, কেন না আমরা সাধারণতঃ আউল বাউল বলি। আউল শব্দটি আরবী আউলিয়া সম্ভূত, আউলিয়া, ঋষি।

বাউলের জন্ম ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে কি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে! বাউল জন্মগ্রহণ কারিয়াছে সিদ্ধা ও মুসলমান ফকির হইতে। ১৬শ, ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে বাউল যথেষ্ট প্রবল ছিল। বাউল দলের সঙ্গে বৈরাগী-দলের কোন সম্পর্ক নাই। বাউল দল তাহাদের নিজেদের গান ব্যতীত অন্য কোন গান গাহিত না; কিন্তু অন্য লোকেরা বাউল গান গাহিত।

বাউলের লক্ষণ হইতেছে, সে মনের মানুষ খুঁজিতেছে। তাহার ধর্ম্ম হইতেছে সহজ ভাব, দেহকে বিশ্বের ক্ষুদ্র সংস্করণ মনে করে, এই দেহের মধ্যে চন্দ্র সূর্য্য আছে, জোয়ার ভাটা চলিতেছে। তাহার ভাব চর্য্যা ভাব;

* মাজুতে বঙ্গীয় অষ্টাদশ সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত।

জীবনের ব্যবসায় হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতেছে। বাউলের মধ্যে মোটেই বৈরাগ্যের ভাব নাই। যদিও বা থাকে তাহা আছে শুধু মজা গ্রহণ করিবার জন্য মাত্র।

বাউল সম্বন্ধে বেশী কথা আমার জানিবার সৌভাগ্য হয় নাই। বিভিন্ন ধরণের বাউল গানের উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) (ক) মনের মানুষ—

* * * *

আমার মনের মানুষ যে রে
আমি কোথায় পাব তারে,
হারায়ে সেই মানুষে দেশ বিদেশে
বেড়াই ঘুরে।

* * * *

আমি মন পাইলাম মনের মানুষ পাইলাম না।
আমি তার মধ্যে আছি মানুষ তাহা চিনল না॥

* * * *

মানুষ হাওয়ায় চলে হাওয়ায় ফিরে, মানুষ হাওয়ার সনে রয়,
দেহের মাঝে আছে রে সোনার মানুষ ডাকলে কথা কয়।
তোমার মনের মধ্যে আর এক মন আছে গো—
তুমি মন মিশাও সেই মনের সাথে।
দেহের মাঝে আছে রে মানুষ ডাকলে কথা কয়।

* * * *

মনের মানুষ যেখানে
আমি কোন সন্ধানে যাই সেখানে।

*   *

মনের মানুষ না হ'লে গুরুর ভাব জানা যায় কিসেরে

*   *   *   *

আমি দেখে এলেম ভবের মানুষ ডোর
কোপনি এক নেংটি পরা—
সে মানুষ ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে কোন যে
মণির মনোচোরা।
যে মানুষ ধরি ধরি
আশায় করি
সে মানুষ ধরতে গেলে না দেয় ধরা।

*   *   *

তরিতে আছে আটা-মণি কোটা জ্বল্‌ছে
বাতি রং মহলে
সেখানে মনের মানুষ বিরাজ করে
মন পবনে তরী চলে।

*

এই মানুষে আছেরে মন
যারে বলে মানুষ রতন
লালন বলে পেয়ে সে ধন, পারলাম না চিন্‌তে।

*   *   *

কে কথা কয়রে দেখা দেয় না,
নড়ে চড়ে হাতের কাছে
খুঁজলে জনম ভর মিলে না।

* * *

আছে যার মনের মানুষ মনে সে কি জপে মালা
অতি নির্জ্জনে ব'সে ব'সে দেখ্‌ছে খেলা।
কাছে র'য়ে ডাকে তারে, উচ্চস্বরে কোন পাগলা।
ওরে যে যা বোঝে তাই সে বুঝে থাকরে ভোলা,
যথা যার ব্যথা নেহাৎ, সেই খানেতে হাত ডলা মলা
ওরে তেমনি জেনে মনের মানুষ মনে তোলা।
যে জন দেখে সে রূপ করিয়ে চুপ রয় নিরালা
ও সে লালন ভেঁড়োর লোক জানানো হরি বোলা
মুখে হরি, হরি বোলা।

* * *

অটল মানুষ বইসা আছে, ভাব নাইরে তার চুপরে চুপ।

* * *

(খ) মনের মানুষের পর আমরা অচিন পাখীর খবর পাই। ইহাও বাউলের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী
কেমনে আসে যায়।

* * *

মনের মনুরায় পাখী গহীনেতে চড়েরে
নদীর জল শুখায়ে গেলেরে

পাখী শূন্যে উড়ান ছাড়েরে
মাটির দেহ ল'য়ে।

*　　　*　　　*

আমার মন পাখী বিরাগী হ'য়ে
ঘুরে মরো না।

(২) সহজ ভাবে সকল জিনিষ করিবার আকাঙ্ক্ষা বাউলের একান্ত আপনার জিনিষ। অন্যের সঙ্গে তাহার এই স্থানে বিশেষ পার্থক্য।

সুখ পা'লে হও সুখ ভোলা,
দুখ পা'লে হও দুখ উতালা,
লালন কয় সাধনের খেলা
মন তোর কিসে জুৎ ধরে।

(৩) বৌদ্ধ সিদ্ধাগণের চর্য্যা যে ধরণের রচনা, বাউল গানেও তদ্রূপ রচনা। জীবনের নানা ব্যবসায় (Occupation) অবলম্বন করিয়া গান রচনা করা। এক্ষণে এই রীতির কয়েকটি গান তুলিয়া দিতেছি।

গড়েছে কোন সুতারে এমন তরী জল ছেড়ে ডাঙ্গাতে চলে
ধন্য তার কারিগরী বুঝতে নারি এ কৌশল সে কোথায় পেলে।
দেখি না কেবা মাঝি কোথায় বসে, হাওয়ায় আসে হাওয়ায় চলে।
তরিটি পরিপাটী মাস্তলটি মাঝখানে তার বাদাম ঝোলে,
লাগেনা হাওয়ার বল এমনি সে কল সলিল দিকে সমান চলে।

তরীতে আছে আটা-মণি কোঠা জ্বলছে বাতি রংমহলে
যেখানে মনের মানুষ বিরাজ করে মন-পবনে তরী চলে।
সখিন কয় চলে ঝড়ি তুফান ভারী উঠ্‌বেরে ঢেউ মন-সলিলে,
যে দিন ভাঙ্গবেরে কল হবে অচল চলবে না আর
জলে স্থলে।

* * *

পদ্মা নদীর পুল বেঁধেছে ভাল—
কত ইট পাটকেল খাপ্‌ড়া কুচী পদ্মার কূলে দিল,
কত জায়গার মানুষ ঐ ডাঙ্গাতে ম'ল
পুলের থাম্বা ষোল জোড়া,
উপরে তার গিল্‌টি করা,
কাঁকড়া কলে মাটি তুলে থাম্বা বসাইল।
মেম সাহেবের বুদ্ধি খাসা,
পুল বেঁধেছে বড় খাসা।
ষোল জোড়া খাম বসাতে তিনজন সাহেব ম'ল।
চৌদ্দশ কুলীর মধ্যে নয়শ কুলী ম'ল।
পুলের খরচ মোটামুটি
টাকা খরচ সাত কোটী
আমার ক্ষ্যাপা চাঁদের কি কারখানা বুঝতে জনম গেল।

("বিচিত্রা" জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬)

এই প্রবন্ধ লিখিতে আচার্য্য ডক্টর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহোদয়ের নিকট অনেক উপদেশ ও সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

পল্লীগানে বাঙ্গালী সভ্যতার ছাপ

পল্লীগান বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ, বাঙ্গালীর প্রাণের কথা। বাঙ্গালীর যখন স্বাস্থ্য ছিল, বাঙ্গালী যখন কেরাণীগিরির প্রলোভনে হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া ছুটিয়া বেড়াইত না, বাঙ্গালীর অন্তর-আকাশ যখন আনন্দের বিকাশে ও নির্ম্মলতায় পূর্ণ ছিল তখনকার এই সম্পদ, এই আনন্দের দান, এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত গান নানাবিধ কষ্টের মধ্য দিয়া অতি যত্নসহকারে সংগ্রহ করিয়াছি, এবং বাঙ্গালী সভ্যতার বিকাশের উপর ইহার যে কত ছাপ রহিয়াছে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছি তাহা সুধী পাঠক বিচার করিবেন। মানুষের মন যখন ভয়-ভাবনা হীন থাকে, যখনই অন্য কোন প্রকার চিন্তাকীট দ্বারা তার হৃদয়পল্লব জর্জ্জরিত হয় না, যখনই তার মন আনন্দে বসরা গোলাপের মত বিকশিত হয় তখনই তার সুঘ্রাণ, তার মাধুর্য্য রূপ ধ'রে আমাদের সম্মুখে আসে অর্থাৎ কবি ও শিল্পীর অতুল তুলির পরশলাভ করিয়া ধন্য হয়। সত্যই জনৈক বিখ্যাত সমালোচক বলিয়াছেন "Poetry is the most intense expression of the dominant

emotions and the higher ideals of age" এবং আরও নজির-স্বরূপ Blair-এর কথায় বলা যাইতে পারে "Poetry is the language of emotions" (এই রকম অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন। সুতরাং নজিরের ভারে আসল জিনিষের কথা চাপিয়া রাখিতে চাই না।) মানুষের মন যখনই আনন্দের বেদনায় মুহ্যমান হয় তখনই সে আনন্দ-দায়ক নব সৃষ্টি করে ; আর আনন্দের বিকাশ বলিয়াই উহা চিরন্তন হইবার দাবী রাখে।

(২)

বাঙ্গালী সভ্যতা (দ্রাবীড়, মঙ্গোলী,) হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও ইংরেজ সভ্যতার সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। বাঙ্গালী সভ্যতার মধ্যে এই সব সভ্যতার ছাপ আছে, একথা অস্বীকার করিলে চলিবে না। আর এই ছাপ সাহিত্যে বিশেষতঃ পল্লীগানে বিশেষ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। হিন্দু সভ্যতা এই বাঙ্গালী সভ্যতার মূল, বৌদ্ধ সভ্যতা ইহার কাণ্ড, মুসলমান সভ্যতা ইহার শাখাপ্রশাখা এবং ইংরেজ সভ্যতা ইহার পত্র-পুষ্প-বিকাশ।

মুসলমান সভ্যতার ছাপ যে এই পল্লীগানে লাগিয়া রহিয়াছে তাহা দৃষ্টিমাত্রেই বুঝা যাইবে। আরবী এবং পারশী শব্দ সমূহই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, আর তা ছাড়াও ভাবের রাজ্যেও ইহার প্রতিপত্তি দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ একটি গানের দুই চারি ছত্র উদ্ধৃত করা যাউক।

"আল্লার কুদরতের পর খেয়াল কর মন ॥
একতনে হয় পাঞ্জা'তন'
কোন তনে আছেন আল্লা নিরাঞ্জন ॥
কোন তনে হয় মাতা পিতা,
কোন তনে হয় মুরশিদ ধন ?
আল্লার কুদরতের 'পর খেয়াল কর মন ॥"

এই গানের ভাব ও ভাষা সম্পূর্ণ মুসলমানী। 'তন' পারশী শব্দ, অর্থ শরীর। মুসলমানের traditionএর সাথে পরিচয় না থাকিলে ইহা সহজে বোধগম্য হওয়া কঠিন এবং ইহার expressive কবিত্ব শক্তি ও association উপলব্ধি করা যায় না।

যাঁহারা এই সমস্ত গান রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের অন্তরের মাধুর্য্য ও সুর ইহাতে রূপ পাইয়াছে। একটি গান পারশ্য কবি-কুল-প্রদীপ মওলনা জামী (রহমতুল্লা আলায় হে)র একটী কবিতার সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। যথা :—

" মরার আগে ম'লে শমন জ্বালা ঘুচে যায়।
জান গে সে মরা কেমন, মুরশিদ ধরে জানতে হয় ॥
যে জন জেন্দা লয় খেলকা কাফন
দিয়ে তার তাজ তহবন,
ভেক সাজায় ॥
মরার আগে ম'লে শমন জ্বালা ঘুচে যায় ॥"

জামী

"মানতুজে খাকেম্ ও খাক আজ জামিন,
হামা বেহ্ কে খাকী বুওয়াদ আদমী"

আমি এবং তুমি মাটি হইতে সৃষ্ট, যদি মাটির মত হও তাহা হইলেই তোমার মনুষ্যত্ব বিকাশ পাইবে। ঠিক এইভাব লইয়া পারশ্য কবি-কুল-তিলক ঋষি হজরত মওলনা সা'দী (রহমতুল্লা আলায় হে) অনেক কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তা ছাড়া বিভিন্নদেশীয় অনেক নামজাদা কবির ভাবের সহিত এই সমুদয় অখ্যাত নামা ও অজ্ঞাত কবিদের রচনার ভাব একেবারে মিলিয়া যায়।

এই ত গেল ইহার সোজা দিকটা। এখন ইহার জটিল আধ্যাত্মিক দিকটার সামান্য একটু আলোচনা করা যাউক। এই আলোচনা বিশদ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইবার আশা যাঁরা করেন, তাঁরা নিতান্তই নিরাশ হইবেন। এই কথা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে এই গূঢ় আধ্যাত্মিক দেশের কথা মৌলবী সাহেবেরা যাকে তাকে শিখান না এবং যে সে শিখিবার উপযুক্ত পাত্রও নহে, তবু কেমন করিয়া এই 'অক্ষর'-জ্ঞানহীন ফকির সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা প্রবেশ করিয়াছিল তাহা জানিতে স্বতঃই কৌতুহল জন্মে। এই স্থানে একটি গান তুলিয়া দিতেছি।

জপরে তার নামের মালা না হয় যেন ভুল
গাঁথ ঐ নাম আপন গলায়।
দূরে যারে দুঃখ জ্বালা
অন্ধকার হবে উজলা,
এই দুনিয়ার মূল
তুমি লায়লাহা ইল্লাল্লা বল,
ঐ আঁধার কাটে চক্ষু মেল,
এই ভবের হাটে ভুলনারে মহম্মদ রসুল।
সুহ্ অল ইস্‌বাত নফুয়াল নবি,
ও তোমার ফানা ফাল্লা যখন হবি,
মেছের শা কয় তবে হবি,
আল্লার মকবুল॥"*

* এই গানটি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে যে সমুদয় টীকা টিপ্পনী প্রদত্ত হইয়াছিল তাহাই ম্যাগাজিন 'কর্ত্তৃপক্ষের' অনুগ্রহে উদ্ধৃত করিতেছি। কর্ত্তৃপক্ষের' সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুত বনওয়ারী লাল বসু এম, এ, মহোদয়কে তজ্জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

(১) লায়ে লাহা ইল্লাল্লা—আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নাই। সাধনাকালে হিন্দুগুরু যেমন শিষ্যকে বিশ্বের সর্ব্বত্র "ওঁ" ধ্যান করিতে উপদেশ দেন, পীর সাহেবেরাও তেমনি ভিতরে বাহিরে এই কল্‌মা (মন্ত্র) জপ ও ধ্যান করিতে বলেন। প্রথমেই অবশ্য এই কল্‌মা জপ করা হয় না। প্রথম শুধু "আল্লাহ"—এই কথাটি মনে মুখে

বন্ধুবর মৌলবী রজব আলী সাহেব প্রদত্ত পাদটীকা হইতে ইহার সোজা মানে বোঝা যাইবে। সত্য উপলব্ধি করিলে যে ভাব মানস মন্দিরে জাগে, ঠিক সেই ভাব লই য়া ইহা লিখিত। 'ঐ আঁধার কাটে চক্ষু মেল'—সেই উপলব্ধির উজ্জ্বল বর্ণনা আমাদের সামনে আনিয়া দেয়। সাধকের সাধনা সফল হইল—তিনি গভীর অন্ধকার রজনীর অবসান দেখিতেছেন—পূর্ব্ব আকাশে জ্যোতিঃ প্রকাশের পূর্ব্ব আভাষ পাইতেছেন। এই গানটি পল্লী সঙ্গীতের অত্যুজ্জ্বল মধ্যমণি।

জপ করিতে হয়। যে নিয়মে এই সব ধ্যান করিতে হয়, তাহা অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ নিষিদ্ধ।

(২) মুহ্ অল ইস্বাত, 'নফি ইস্বাত' কথার অপভ্রংশ। ইহার ভাবার্থ 'লায়েলাহা ইল্লাল্লা' দ্বারা নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করা এবং কল্পনায় সেই অনাদি অনন্ত পরব্রহ্মের অসীম সৌন্দর্য্যময় অস্তিত্ব অনুভব করা।

(৩) নফুয়াল নবি, 'নফিয়ন্নবি' শব্দের অপভ্রংশ। ইহার আর এক নাম "ফানাফির রসুল" অর্থাৎ রসুলোল্লার (হজরত মুহম্মদ দঃ) ধ্যান করিতে করিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া সমগ্র জগতে শুধু তাঁহারই বিকাশ উপলব্ধি করা।

(৪) ইস্লাম ধর্ম্মমতে আধ্যাত্মিক জগতের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ভক্তকে সাধনার তিনটি সিঁড়ি অতিক্রম করিতে হইবে। প্রথমতঃ "ফানাফিস্সেখ" বা আপন পীরের সহিত লয়প্রাপ্তি। সত্য সনাতন নিরাকার মহাপ্রভুর দর্শন লাভ আকাঙ্ক্ষায় অবশ্য পীরের ধ্যান

আরও একটি গান পাঠকের সামনে নজির দেওয়া যাউক।

"নবি দিনের রছুল, আল্লার নাম যায় না যেন ভুল।
ভুলে গেলে মন পড়বি ফেরে হারাবি দুকূল॥
আওয়ালে আল্লার নূর দুইয়ামে তোবার ফুল,
ছিয়ামে ময়নার গলার হার
চৌঠা ছেতায়, পঞ্চমে ময়ুর॥
আব, আতস, খাক বাতাসের ঘরে
গড়েছেন সেই মালেক মোক্তার, চারচিজে।
চার চিজে একমতন করে, দুনিয়াই করেছে স্থূল॥"

এই ভণিতাহীন কবিতায় মুসলমানী ভাবেরই সমাবেশ। ইহার পরিভাষা (Technicalitis) না বুঝিতে পারিলে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নহে।

করিতে হয়। পীর ভক্তের উদ্দেশ্য নয়—উদ্দেশ্য লাভের সহায় মাত্র। প্রথম স্তর অতিবাহিত হইলে, ঐ উদ্দেশ্য লইয়াই সিদ্ধিলাভের অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট সহায় রসুলোল্লার ধ্যান করিতে হয়। ইহার নাম "ফানাফির রসুল"। সাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রম 'ফানাফিল্লা' অর্থাৎ আল্লাতে মিশিয়া যাওয়া। বহির্জগতে ও আত্মিক জগতে যাহা কিছু সবাই আল্লার, সবই তাঁহার নাম গানে বিভোর। এইস্তরে উপস্থিত হইলে, সাধক আত্মজ্ঞানহীন হইয়া মহর্ষি মনসুরের ("মহর্ষি মনসুর" কবি মোজাম্মেলহক্ প্রণীত দ্রষ্টব্য।) মত "আয়নাল্ হক" বা অহং ব্রহ্ম বলিতে থাকেন। অনন্ত জ্ঞানময়ের সহিত মিশিয়া গেলে লোকের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। কি করেন,

এইখানে আর একটি গান উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। এই গানে সৃষ্টির কথা আছে। হিন্দুর যেম "শব্দব্রহ্ম" ও ইংরাজের যেমন "Let there be light" বলার সাথে সাথে এই সৃষ্টি, মুসলমানের ও তেমনি "কুন্" (অর্থ হও বা কর) শব্দ হইতে সৃষ্টি। (পয়গম্বর কাহিনী—মৌলবী ফজলুর রহিম চৌধুরী এম, এ, দ্রষ্টব্য) এবং সেই কথাই এখানে বলা হইতেছে।

"আমি ডুব দিয়া রূপ দেখিলাম প্রেম নদীতে।
আল্লা, মোহাম্মদ, আদম. তিন জনা এক নূরেতে নূরেতে ॥
সে সাগর, অকূল আদি, অন্ত নাই তার নিরবধি
নিঃশব্দ ছিল সিন্ধু আদিতে ॥
শব্দ হইল কুন্ জান তার বিবরণ
হুয়াল আছমা কারিগিরিতে ॥"

কি বলেন, সে জ্ঞান তখন তাঁহাদের থাকে না—কেহ পাগল বলে, কেহ ভণ্ড বলে কোন দিকেই দৃকপাত করেন না। সাহাজাদী জেব্-উন্-নিসা বলেন—

ছারে জং আসত বা মজ্নুনে আজ আহ্লে শরিয়ত রা।
কেদর দর্ছে মহব্বৎ নোক্তায়ে বাহার ছোখন গিরাদ ॥"
ঈশ্বর-প্রেম পথের পথিকেরা প্রেমাতিশয্যে জ্ঞানহীন। সাধারণ লোকেরা কিছু না বুঝিয়া তাঁহাদের সহিত অযথা তর্ক করিতে যায়, অন্যায়রূপে গালি দেয়।

(৫) মকবুল, বন্ধু = প্রিয়।

—মৌলবী রজব আলী বি, এ

দ্রষ্টব্য:—The Edward College Magazine : Vol I No. 1 P. 12-13.

এই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে অন্য একটি গান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি পাঠক একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন হিন্দু এবং মুসলমানের মিলনের সুর গানে পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল, অন্যত্র ত দূরের কথা। বাঙ্গালা সমাজতত্ত্বের ইতিহাস লিখিত হইলে এই সব বুঝিবার আরও সহজ পন্থা উদ্ভাবিত হইবে। হিন্দু ও মুসলমানের প্রাণের মিলন কতটুকু হইয়াছিল তাহা এই গান হইতেই বুঝিতে পারিবেন; হিন্দু ও মুসলমান tradition এর সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব সম্পদ সৃষ্ট হইয়াছিল।

"মাবুদ আল্লার খবর না জানি।
আছেন নির্জ্জনে সাঁইনিরঞ্জন মণি,
সেথা নাই দিবা রজনী॥
অন্ধকারে হিমান্ত বায় ছিলে আপনি
সেই বাতাসে গৈবী আওয়াজ হ'ল তখনি॥
ডিম্ব ভেঙ্গে আসমান জমিন গড়লেন রব্বানি॥
ডিম্ব রক্ষে আলে, ডিম্বের খেলা আদমে খেলে
অধীন আলেক বলে না ডুবিলে কি রতন মিলে?
ডুবিলে হবে ধনী॥"

ইংরেজ সভ্যতার ছাপ "শিক্ষিত সাহিত্যে" যত লাগিয়াছে পল্লী সাহিত্যে তত লাগে নাই। আর পল্লী সাহিত্যে যতটুকু লাগিয়াছে তাহা ইহার বাহিরের জিনিষ—অর্থাৎ সভ্যতার কলকব্জা আসবাব পত্রের কথা। আমাদের প্রাচীন

বাঙ্গালী সভ্যতায় কলকব্জার আমদানী বেশী ছিল না, কাজেই ইংরেজ সভ্যতার বাহিরের দিকটাই পল্লীগানে বেশী দাগ কাটিয়াছে। আমাদের প্রাচীন সভ্যতার বাহিরের আসবাব-পত্র নৌকা, চরকা, প্রভৃতি ছিল সুতরাং এই সব লইয়া সুন্দর সুন্দর গান দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদের ঘরের জিনিষ চরকা লইয়া সাধক কি আত্মতত্ত্বে উপস্থিত হইয়াছেন দেখা যাউক। সাধারণ নিজের মনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন।

"যা যা তেল্প দিগে যা আপন চরকাতে।
ভোলা মন ভুলিস্ না তুষ্ট কথাতে।
চরকার অষ্ট পাখী.
দুই ধারে দুষ্ট প্রধান খুটি,
মাঝখানে দুই চাকী
কত কালে ঘুরছে (রে মন)
চরকা ঘুরে কেবল মালের জোরেতে॥"

এই চরকার সাথে বাঙ্গালীর কত সুখ দুঃখের কথাই না জড়িত রহিয়াছে!

বাঙ্গালী সভ্যতার অন্যতম গৌরবের জিনিষ বিশ্ব বিখ্যাত ঢাকাই মসলিন যাহাতে তৈয়ারী হইত সেই তাঁত হইতেই বা সাধক কি আত্ম-তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, দেখা যাউক। মনকে সম্বোধন করিয়া কি বলিতেছেন শুনুন;

"মন তাঁতি কি বুনতে এলি তাঁত।
এসে প্রথমেই হারালি আত॥
ও-তোর শানায় স্নুতো মানায় না তোরে,
পোড়া পোড়েন হ'ল না জাত॥
করে আনাগোনা তানা কাড়ালি,
হায়, তুল্লি কি খেই হায়
ঘুচলো না খেই কোচ্‌কা পড়ালি॥
যত আনাগোনা যায় না গোনারে
হলো সকল তোর ভস্মসাৎ॥
পেয়ে এমন তানা জানলি আপন কিসে
তাই ভাবিরে, ভাবিরে মনের হুতাশন॥
এই যে বটনা টানা আর খাটে না রে;
যে তোর পাছ লেগেছে হয় বজ্জাৎ॥
যত আশা করি তুল্‌তে গেলি ঝাপ
দিলি, এককালে চিরকালে, পাপ সলিলে ঝাপ॥
ভেবেছিস্‌ এবার উঠবি আবার রে;
ক্রমে ক্রমে হল অধঃপাত॥
হাতে গলে স্নুতা জড়ালি কেবল।
এলে রবিস্নুত এ সব স্নুতো কোথায় রবে বল॥
ভজ নন্দস্নুত কই আশু তোরে,
যদি খাবি দীন বাউলের ভাত॥"

এই সমস্ত গানের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিবার। গানের প্রভাব যে মানব মনের উপর কত বেশী তাহা না বলিলেও চলে। যখন এই সমস্ত গান গীত হয় তখন শ্রোতৃগণের মন

সংসারের নীচতা হইতে বহুউর্দ্ধে উঠিয়া যায়। এই সমস্ত গানের জন্যই বাঙ্গালী সাধারণের Moral Standard এখনও অনেক উচ্চে আছে।

এখন বাঙ্গালীর তরী সম্বন্ধে সাধকের রূপক গান দেখা যাউক। বাঙ্গালী যে বাণিজ্যপ্রিয় জাতি ছিল তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ শ্রীমন্ত সওদাগর, চাঁদ সওদাগর ও এই সমস্ত পল্লীগান। 'মহাজনের' 'মাল' লইয়া বিদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছেন এই ভাবটা অনেক পল্লীগানেই আছে। ছয়জন 'বোম্বেটে' সেই সমস্ত কাড়িয়া লইয়া যায়। (এই বোম্বেটের তুলনা কি পর্টুগীজ বোম্বেটেদের কার্য্যকলাপ হইতে গৃহীত? "বোম্বেটে" শব্দ কতদিন হইল আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত হইয়াছে?)

তরী সম্বন্ধে অনেক গান আছে। তুলনামূলক সমালোচনার জন্য কয়েকটি তুলিয়া দিতেছি।

(ক)

"গড়েছে কোন স্নুতারে এমন তরী জল ছেড়ে ডাঙ্গাতে
চলে।
ধন্য তার কারিগরি বুঝতে নারি এ কৌশল সে
কোথায় পেলে।
দেখি না কেবা মাঝি কোথায় বসে হাওয়ায় আসে
হাওয়ায় চলে,
তরীটি পরিপাটী মাস্তুলটি মাঝখানে তার বাদাম ঝোলে॥

লাগেনা হাওয়ার বল এমনি সে কল সকল দিকে সমান
চলে।
তরীতে আছে আটা মণি কোঠা জ্বল্‌ছে বাতি রংমহালে,
যেখানে মনের মানুষ বিরাজ করে মন পবনে তরী চলে।
সখিন কয় হলে ঝড়ি তুফান ভারি উঠবেরে ঢেউ মন
সলিলে;
যেদিন ভাঙ্গবেরে কল হবে অচল চলবে না আর জলে
স্থলে।”

(খ)

“দিনের দিন বসেরে গুনি।
কোন দিন যেন টলিয়ে পড়ে আমার সাধের তরণী॥
কোন জোয়ারে ভরলেম্ ভরা
সে জোয়ার গিয়ছে মারা,
শেষ জোয়ারের ভাটায় পড়ে কর্‌ছি টানাটানি॥
সে জোয়ার কোন দিন পাবো,
সাধের তরণী জলে ভাসাব,
ব'লে জয় রাধার নাম ধ্বনি॥
একে আমার জীর্ণ তরী
তাতে মাল্লারা 'কল্লা' ভারী।
মুখে বলে হরি হরি অন্তরে শয়তানী॥
দাঁড়ি মাল্লা যুক্তি করে
সাধের নৌকায় ছ্যায় কুড়াল মেরে,
পার হব কেমনে ত্রিবেণী॥

তক্তার "বা'ন" ছুটেছে,
সাধের তরণী "খোঁচে" বসেছে, *
কোনখানে কারিগর আছে ঠিকানা না জানি ॥
গোঁসাই নলিন চাঁদ বলে,
কারিগর আছে নিরালে,
খুজলে পরে মিলবেরে অখনি ॥"

(গ)

"আজব তরী দেখে মরি গড়েছে কোন মিস্তিরী
এ তরী বোঝাই নেয় ভারী তিন বেলাতে বোঝাই করি
তবু বোঝাই হয় না ভারী মন ব্যাপারী।
তরীর ভাব দেখে সদাই আমি ভাব্যা মরি।
তরীর মাল্লা আছে ছ'জনা,
তিন জনে খাটায় তরীর কল,
আর তিন জন আছে বসে তরীর পর।
আমি যে দিক টানতে কই সে দিক টানে না
তারা সদাই করে জঞ্জাল, বাধায় গোল মাল,
কোন দিন যেন সাধের তরা শুকনাতে হয় তল।
ছয় জনাতে ঐক্য মিলে তরী যাও বইয়ে,

* নৌকার তক্তার সংযোগস্থল জীর্ণ হইয়া তাহার মধ্য দিয়ে নৌকায় জল প্রবেশ করে। তক্তাব 'বান' ছুটেছে অর্থাৎ তক্তার সংযোগস্থল অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে, কাজেই জল উঠিয়া ডুবিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

তবু তার পাড়ি নাহি জমে যে দিন 'বান' চুয়ায়ে
উঠবে পানি।

যে দিন তরী মন রসনা নৌকা ছেড়ে পালায়ে যাবে
মাল্লা ছয় জনাই ॥

(ঘ)

"কোন কারিকর গড়েছে তরী।
ও তার গুণের (মন রে)
ও তার গুণের যাই বলিহারি ॥
তরী দমের গুণে, ভোলা মন
তরী দমের গুণে, জলে আগুনে
চল্‌তেছে অনিবারে।
সদাই দুইটি চাকা দুইদিকে ঘোরে ॥
আবার, মাঝ খানে তার নড়ছে তার
দেখ সে কল ঘুরে।।
কিবা হাল ধরেছে (ভোলা মন) দিবারেতে
বসে আছেন কাণ্ডারী ॥
বসে এক খালাসী মাপ্‌ছে নদীর জল।
দু'জন তার দুধারে দূরবীণ ধরে
হায় কি মজার কল ॥

* নৌকার তক্তার অল্প পরিমাণ স্থান নষ্ট হইয়া গেলে, তাহার মধ্য দিয়া জল উঠে। এই অবস্থার নাম "খোঁচ"।

এই দুই ছত্রে নৌকার জীর্ণতা ও ধ্বংসমুখতা—ইহাই প্রমাণ করিতেছে।

আবার দুজন কেবল কয়লা আর জল
যোগায় জল বরাবরি।
কিবা, দুইটি নলে সদাই দম চলে।
কয়লা জল বদ্‌লাবার নালা আবার রয়েছে তলে
তীর উপর পানে কেউ না জানে
লাট সাহেবের কুঠুরী।
এখন কলের বলে যাচ্ছে ঢেউ ঠেলে।
যখন আড়াবে কল, তলিয়ে সকল, যাবে এক কালে।
ডেকে কোটাল, সে বিষম কাল,
আর ক্ষণকাল নাই দেরী॥
মিছে এ তরীর ভরসা করা।
এমন কত শত অবিরত, পড়ছে মারা।
এ দীন বাউলের কয় (ও ভোলা মন)
তার কিরে ভয় সদয় যার শ্রীহরি॥"

[এই গানটি যে আধুনিক রচনা তাহা ইহার ভাব ও ভাষা হইতেই অনায়াসে বুঝা যায়]

তরী সম্বন্ধে আরও অনেক গান আছে। আমি দুই চারিটি মাত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। পাঠকের বিরক্তির ভয়ে আর উদ্ধৃত করিলাম না।

ব্যবসা বাণিজ্য সম্বধে আরো সুন্দর সুন্দর গান আছে। মহাজনী ব্যবসা বিষয়ে বেশ একটি সুন্দর গান পাঠকের সামনে হাজির করিতেছি। এই গানে বাঙ্গালীর ব্যবসায়

প্রবণতার ছবি আমাদের সামনে ফুটিয়া উঠে। বাঙ্গালীর এখন যে ব্যবসার নামে মনে আতঙ্ক উঠে পূর্ব্বে তাহা মোটেই ছিল না।

"কও মন তুমি কিসের মহাজন।
করলে এতো দিন কি উপার্জ্জন।
যত বিলাত বাকী, মজুত বাকি করেছ কি নিরূপণ॥
আপন পাওনাটি বেশ বেশ দেখেছো হিসাবে।
কিন্তু দেনার বেলায়, পড়বে ঘোলায়
জ্বালায় প্রাণ যাবে॥
যে দিন হবে নিকেশ, রবে কোথায় এ ধন জন॥
ও কি বাঁকী সদায় করতেছো আদায়,
আস্‌ছে হাল তাগদায়, কাল পেয়াদায়,
ভাব্‌ছো না সে দায়॥
তারে গোঁজা দিয়ে প্রবোধিয়ে,
পারবে কি ভোলাতে
ওরে বস্তা ভরে করছো কিরে মাপ।
পরের ওজন কমি, ধরছো তুমি,
লয়ে দু'জন মুটে, লুটে পুটে,
সারলো সে মোকাম॥
যবে আর কি ছিল মাল, সব দিয়েছো বিসর্জ্জন।
ছি ছি মহাজনী কর্ম্ম নয় এমন।
এদীন বাউল তার কি টলে, তুচ্ছ লোভে মন॥
ভবে সেই মহাজন করে যে জন শ্রীহরির চরণ ভজন॥

বাউলের এক তারার সাথে খোলা মিঠে গলায় কি সুন্দর সুর শোনা যায় তা অনুভব করিবার, বুঝাইবার নহে। সুর ছাড়া গান, প্রাণ ছাড়া দেহ।

বাঙ্গালী যে ঘরে থাকে সে ঘর সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। এইখানে সেই ধরণের একটী গান তুলিয়া দিতেছি।

"চার পোতায় এক ঘর বেঁধেছে ঘরামির নাম সৃষ্টিধর।
আড়ে 'দীঘে' একই প্রমাণ ঠিক সমান সে ঘর ॥
ঢাকা ঘরের মধ্যস্থল, মুর্শিদাবাদ সদর মোকাম,
কত গলি শোন বলি, চোষট্টি গলি চার বাজার ॥
কানা কালা বোবারই কারবার, দেখে শঙ্কা হয় আমার
চার বাজারে চার দোকানদার করতেছে কারবার এসে ॥
দোকান মাথায় লয়ে চলে যায় কানা দেখে হাসে। *
কানার জিনিষ কিনে বোবা ডাকে মালের মূল্য নিসে ॥
কানা কালা খেলেছে খেলা, খেলছে নিশি দিবসে,
সংসারে অসার তারাই রসে আমি ভাব্যা পাইনা দিশে ॥
সেই ঘরে বসত করে জনমভরা একজনা,
চক্ষু নাই মুখ আছে কর্ণ দুটি কালা
নাকে না শোঁকে, চোখে না দেখে কানে না শোনে ক্ষ্যামতা
আমি অবিশ্বাসী হৈনু, সাধু জানে তা।
ছিল ঘরের আজ্ঞাকারী, "পিরভুয়ারী সবে মাথা" (?)

* গোরক্ষ বিজয় (পৃঃ ১৩৭-৩৮)

ভাল মন্দ লাগে ধন্দ গন্ধ মালুম হয় যথা
মাতালে কি বুঝতে পারে তা অপার মুখে কয় কথা ॥

বাগান সম্বন্ধে সাধকের গান দেখা যাউক। বাগান হইতে যে রূপক গ্রহণ করা হইতেছে তাহা অতীব মনোমুগ্ধকর।

"মন তুমি কি ছার বাগান করছো বাগান
আপন বাগান ছাপ রাখনা।
করে নিড়ানী হাতে দিনে রেতে
করছো বাগান মনের কাণা ॥
দেখ তোর ফুল বাগানে জঙ্গল হলো
নয়ন তুলে তাও দেখলে না।
বৃথা গাছ করে রোপণ জল সিঞ্চন
করে কি হবে বলোনা ॥
দেখ তোর কল্পতরু শুখাইল
সে তরুতে জল ঢালনা।
বাগানে কুড়িয়ে মাটি হলি মাটি
মাটি কবলি সব সাধনা ॥
ছাড়বে ভবের বাগান মনরে পাষাণ
আনন্দ-বাগানে চলনা।
সখিনচাঁদ মনের দুখে বলছে
যদি বাগান করতে হয় বাসনা।

দেখ তোর মন বাগাতে ফুল ফুটিল
গুরু পদ ঠিক রাখনা ॥”

বাঙ্গালীর স্নানের ঘাট সম্বন্ধেও কবির মনভোলাম গান শোনা যাউক। সাধক বলিতেছেন

“সাম্‌লে ঘাটে নামিস্ আমার মন।
ঘাটেতে কাঁটা গোজা কত আছে,
হোস্‌নারে তাতে পতন ॥
ঘাটেতে শেওলা ভারী পা টিপে চল্‌তে নারি,
কেমন করে নামবি তাতে তার উপায় করনা ॥”

ঘাটের কথা ত শুনিলেন এখন “আঘাটা”র সম্বন্ধে শুনুন, ঘাট এবং আঘাটের তুলনায় পরস্পরের ছবি পরিস্ফুট হইবে।

“স্নান ক’রোনা আঘাটায়।
আরে পা পিছলে গেলে উঠা দায় ॥
মরবি খেয়ে হাবুডুবু তখন করবি কি উপায়,
যদি নেয়ে উঠিস্ বেঁচে পড়বি কেঁচে পুনরায় ॥
ভব নদীর কোথায় কেমন সহজে কি জানা যায়।
কোথাও গড়ে হাঁটু পানি কোথাও হাতী তলিয়ে যায় ॥
নাব্‌লে পরে বাঁধা ঘাটে, আছে কত মজা তায়,
কত সাধু শান্ত হয়ে ভ্রান্ত, “বেটক্কোরে” মারা যায় ॥
সে জানা বলে ঘোলা জলে, ঘাট কি অঘাট চেনা যায়?
জেনে শুনে নাব্‌লে পরে নাইক ক্ষতি তায় ॥”

এতক্ষণ বাঙ্গালীর গৌরবের কথা বলিয়াছি, এক্ষণে ইংরেজ সভ্যতার ও বাঙ্গালার অধঃপতনের কথাই বলিব। ইংরেজের কল কব্জার সমাগমেই কবি বলিতেছেন।

"রসিক চিনে ডুবরে আমার মন।
রস ছাড়া রসিক বাঁচেনা, জল ছাড়া মীনের মরণ॥
যে ঘাটে ভরিব জল
সেই ঘাটে ইংরেজের কল,
ও সে কলসের মুখে 'ছাকনা' দিয়ে জল ভরে রসিক জন॥"

ইংরেজ সভ্যতার প্রথম জিনিষ আফিস—ব্যবসার আফিস।

"কও হে কি কাজ করছো আফিসে।
আফিস 'ফেল্' হবে কোন দিবসে॥
ভেঙ্গে রোকড় তবীল, করছো 'বিল'
ঠেক্‌তে হবে নিকেশে॥
এতো সামান্য পাঁচ কোম্পানীর আফিস
বিবাদ বাঁধলে পরে, দুদিন পরে, হবে এবলিস।
সাহেব বিলেত যাবে, হায় কি হবে?
তুমি রবে কোন দেশে॥
যখন জানবে তুমি প্রধান অফিসার,
অমনি সর্ব্বনেশে সার্জ্জেন এসে করবে গেরেফতার॥
কে আর করবে তালাস, আসলো কি খালাস
পাবে সে কালের পাশে॥

হায় হায় বিচার যখন করবে ম্যাজিষ্ট্রের
এযে বাবুগিরি কি ঝক্‌মারী, তখন পাবে টের ॥
ধরে দাগাবাজী, সে বাবাজী অমনি ধরবে ঘাড় ঠেসে ॥
এ দীন বাউল বলে ও কাজে কাজ নাই।
এসো দয়াল হরি, আফিস তারি, সেই আফিসে যাই ॥
কোন নিকেশের দায়, নাইরে সদায়, থাকবে
সুখে স্ববশে ॥"

ইংরেজ সভ্যতার অন্যতম সামগ্রী, আমাদের দেশে নূতন ও অদ্ভুত সামগ্রী সেই গাড়ী সম্বন্ধে বাউলের গান দেখা যাউক।

"যাচ্ছে গৌর প্রেমের রেল গাড়ী।
তোরা দেখ্‌সে আয় তাড়াতাড়ি ॥
উদ্ধারের আছে যত কল,
সকলের সেরা এ কল,
আপনি কলে তুলে দিচ্ছে জল,
হুহু উড়ছে ধোঁয়া, ঘুর্‌ছে বোমা,
আবার হচ্ছে কলের হুড়াহুড়ি ॥
গার্ড হয়েছেন নিতাই আমার,
শ্রীঅদ্বৈত ইঞ্জিনিয়ার,
এবার ভবে ভাবনা কিরে আর,
মুখে হরি হরি গৌর হরি,
করছেন টিকিট মাষ্টারী,

ভক্তি টিকিট সাধন করে ষ্টেশন বৈকুণ্ঠ পুরে,
যাচ্ছে বেদম দম দিয়ে কল ঘুরে ;
কত হাজার প্রেম প্যাসেঞ্জার
পথে করতেছে দৌড়াদৌড়ি ॥

যে যেমন টিকিট করে, সেই কেলাসে তারে
অমনি ভব ভূমে পার করে,
এ দীন বাউল ভণে টিকিট কিনে,
কোথা গৌর আমার লওহে বলে,
কত যেতেছে গড়াগড়ি ॥”

হাসপাতাল হইতে কি সুন্দর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত গান হইতে বুঝা যাইবে।

তোরা আয় কে যাবি রে,
গৌর চাঁদের হাসপাতালে নদীয়াপুরে ॥
আর কেন ভাই যাতনা পাই
কলিকালে ম্যালেরিয়া জ্বরে ॥
কখন এমন ছিলনা রে দেশে জীবের যন্ত্রণারে ॥
কল্লেন দাতব্য এক ডাক্তারখানা, দীনহীন তরে ॥
জীবন তারণ সাইনবোর্ডে লিখে রেখেছেন
দেখাতে লোকেরে।
আনছেন রোগী ডেকে ডেকে তাদের জ্বর দেখে
দয়া থারমেটারে ॥

গাছ গাছড়া বেদ বিধি
তার আরক তুলে করলেন বিধি
তারক ব্রহ্ম মহৌষধি,
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরে ॥
নিতাই বাবু সিভিল সার্জ্জন,
য়্যাসিষ্টাণ্ট অদ্বৈত হলরে,
নেটিভ শ্রীবাস আর শ্রীনিবাস হরিদাস
আছে কমপাউণ্ডারে ॥
নিতাই বাবুর সুযশ ভাল,
জগাই মাধাই রোগী ছিল,
তাদের বৈষম্য জ্বর ছেড়ে গেল, একটি মিক্‌চারে।
পথ্য বলে দিচ্ছেন বাবু, সাধুবাদ দুগ্ধ সাবুরে ॥
হরি কথা পাতিনেবু তাতে রুচি হ'লে অরুচি হবে,
গোসাঞি বলেন দিলাম বলে, অনন্ত ঐ ঔষধ খেলেরে।
জ্বর যেতো তোর কপট পিলে, যেতো একেবারে"

এতদিন শুধু 'আফিস', 'রেলগাড়ী" 'হাসপাতাল' প্রভৃতির কথাই হইতেছিল। এমন ইংরাজ সভ্যতার চরম বিকাশ শাসনের কথা বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব।

ওরে মন আমার হাকিম হতে পার এবার।
মন যদি হাকিম হও আমি হই চাপরাশী,
কনেষ্টবল হয়ে হাজির হই হুজুরে।
তোমার হুকুম জোরে, আইন জারী করে।

আনবো চোরকে ধরে, করে গেরেফ্‌তার ॥
ছিল পিতৃ বস্তু সত্য,
অমূল্য অসহ্য
হরে নিল তায় মদন আচার্য্য।
চোরের এমন কার্য্য 'দীনু"র হয় না সহ্য।
মদন রাজার রাজ্য শুদ্ধ অবিচার ॥
কাম্‌ছে দেওনা ক্ষমা, মত্ত হও ছুবেলা,
'রুহুর' সঙ্গে মোহ মদনের খুব জ্বালা।
"কোরক" যেমন দোষী,
মিয়াদ দাও তায় বেশী,
মদনকে দাও ফাসি
কাম যাক্‌ দ্বীপান্তর ॥
ভাই বন্ধু দারা সুত আত্মপরিজন
সময়ের বন্ধু তারা অসময়ে কেউ নন।
দিয়ে চোরের সঙ্গে মেলা
হ'য়ে মাতোয়ালা,
পেয়ে চাবি তালা,
ভাঙ্গ্‌লে আমার দ্বার ॥"

দেশের সভ্যতার পরিবর্ত্তেনের সাথে সাথে পল্লী-সাহিত্যের কি রকম পরিবর্ত্তন তাহাই উপরি উদ্ধৃত গান সমূহ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। এই আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত জটিল ও বিস্তৃত সুতরাং দুই 'এক জনের সংগৃহীত

গান দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে না। আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব তাহাই করিয়াছি। এই আলোচনা যে অসম্পূর্ণ তাহা সত্য কিন্তু তবু হইা প্রকাশ করিতেছি কারণ এই প্রচেষ্টায় যদি অন্য কেহ অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সাহায্য করেন, বা স্বাধীন ভাবে বা যুক্ত ভাবে আলোচনা করেন। আমার বিনীত নিবেদন যে আমরা "বঙ্গীয় পল্লী সঙ্গীত সংগ্রহ সমিতি" (Bengal Folk lore and Folk song Society) নামক একটি অনুষ্ঠান করিতে চাহিতেছি। যাঁহারা এই বিষয়ে উৎসাহী ও সহানুভূতিশাল তাঁহারা দয়াপরবশ হইয়া গ্রন্থকারের ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিলে সুখী ও অনুগৃহীত হইব।

(বঙ্গবাণী, ফাল্গুন, ১৩৩১)

হারামণি

১

আছে যার মনের মানুষ মনে সে কি জপে মালা।
অতি নির্জ্জনে বসে বসে দেখ্‌ছে খেলা।
কাছে রয়ে, ডাকে তারে, উচ্চস্বরে কোন্ পাগলা;
ওরে যে যা বোঝে, তাই সে বুঝে থাক্‌রে ভোলা।
যথা যার ব্যথা নেহাৎ, সেইখানে হাত, ডলা মলা;
ওরে তেমনি জেনো মনের মানুষ মনে তোলা।
যে জন দেখে সেরূপ, করিয়ে চুপ রয় নিরালা,
ও সে লালন ভেঁড়োর লোক জানান হরি বলা,
মুখে হরি হরি বলা।

২

যে জন দেখ্‌ছে অটল রূপের বিহার।
মুখে বলুক না-বলুক সে থাক্‌লে ঐ নেহার।
নয়নে রূপ না দেখ্‌তে পায়,
নাম মন্ত্র জপিলে কি হয়,
নামের তুল্য নাম পাওয়া যায়,
রূপের তুল্য কার।
নেহারায় গোলমাল হলে,
পড়বি মন কুজনার ভোলে,

আখের গুরু বলে ধরবি কারে,
তরঙ্গ-মাঝারে।
স্বরূপ রূপের রূপের ভেলা,
ত্রি-জগতে করেছে খেলা,
অধীন লালন বলে মনরে ভোলা,
কোলে ঘোর তোমার

৩

কোথা আছেরে দীন-দরদী সাঁই,
চেতন গুরুর সঙ্গে লয়ে খবর কর ভাই।
চক্ষু আঁধার দেলের ধোঁকায়,
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়,
কি রঙ্গ সাঁই দেখ্‌ছে সদাই,
বসে নিগম ঠাঁই।
এখানে না দেখলাম যারে,
চিন্‌বো তারে কেমন করে,
ভাগ্যেতে আখের তারে,
দেখ্‌তে যদি পাই।
সুম্‌জে ভবে সাধন কর,
নিকটে ধন পেতে পার,
লালন কয় নিজ মোকাম ঢোঁর,
বহু দূরে নাই।

৪

মন আমার আজ পড়লি ফেরে।
দিন দিন পৈত্রিক ধন গেল চোরে।
মায়া-মদ খেয়ে মনা,
দিবা নিশি ঝোঁক ছোটে না,
পাঁচ বাড়ীর উল হ'ল না কে কি করে ঃ
ঘরের চোরে ঘর মারে মন,
যায়না ঘুম জান্‌বি কখন,
একবার দিলে না নয়ন আপন ঘরে।
বেপার করতে এসেছিলি,
আসলে বিনাশ হলি,
লালন হুজুরে গেলে বল্‌বি কিরে।

৫

আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে।
তারে জনম ভ'রে একবার দেখ্‌লাম নারে!
নড়ে চড়ে ঈশান কোণে,
দেখ্‌তে পাইনে এ নয়নে,
হাতের কাছে তার,
ভাবের হাট বাজার,
ধরতে গেলে হাতে পাইনে তারে।
সবে কয় সে প্রাণ-পাখী,

শুনে চুপ চাপে থাকি,
জল কি হুতাশন, মাটী কি পবন,
কেউ বলে না একটা নির্ণয় করে।
আপন ঘরের খবর হয় না,
বাঞ্ছা করি পরকে চেনা,
লালন বলে পর, বল পরমেশ্বর,
সে কেমন রূপ, আমি কিরূপ ওরে!

৬

আমার ঘরের চাবি পরেরই হাতে।
কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখ্‌ব চক্ষেতে।
আপন ঘরে বোঝাই সোনা,
পরে করে লেনা দেনা,
আমি হলেম জন্ম-কাণা না পাই দেখিতে।
রাজী হ'লে দরওয়ানি,
দ্বার ছাড়িয়ে দেবেন তিনি,
তারে বা কৈ চিনি শুনি বেড়াই কুপথে।
এই মানুষে আছে রে মন,
যারে বলে মানুষ-রতন,
লালন বলে পেয়ে সে ধন পারলাম না চিন্‌তে।

সংগ্রহকর্ত্তা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

রূপের ঘরে অটল রূপ বিহারে
চেয়ে দেখনা তোরা।
ফণী-মনি জিনি, রূপের বাখানি
ও সে দুইরূপে আছে একরূপ হলকরা।
যে অটলরূপে সাঁই,
ভেবে দেখ তাই,
নিত্যলীলা কভু,
সেরূপের নাই।
যে জন পঞ্চতত্ত্বরসে,
লীলারূপে মজে
সে জানে কি অটল রূপ কি ধারা।
যে জন অনুরাগী হয়,
রাগের দেশে যায়,
রাগের তালা খুলে
সেরূপ দেখ্‌তে পায়।
মহারাগেরই কারণ
বিধি বিস্মরণ
আছে নিত্যলীলা উপর রাগ নিহারা।
ও সে রূপের দরজায়
শ্রীরূপ মহাশয়,
রূপের তালাচাবি,

তার হাতে সদা ;
যে জন শ্রীরূপ গত হবে
তালা চাবি পাবে
ফকির লালন বলে অধর ধর হে তারা

৮

আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা। *
'আহমদ' † 'আহাদ' ‡ বিচার হলে যায় জানা
আহমদ নামেতে দেখি,
মিম হরফ লেখেন নবি,
মিম গেলে আহাদ বাঁকী
আহমদ নাম থাকে না।
যখন সাঁই নৈরাকারে,
ভেসেছিল ডিম্ব ওরে,
'আহমদে' মিম বসায়ে
'আহমদ' নাম হল সে না।
এই কথার অর্থ ঢোঁড়ে,

* উপাস্য।

† হজরত মুহম্মদ (দঃ) এর অন্য নাম।

‡ খোদার নিরানব্বই নাম মধ্যে ইহা একটী। আরবীতে আহমদ লিখিতে আলিফ, হে, মিম ও দাল অক্ষর লাগে। আহমদ হইতে মিম হরফ বাদ দিলে আহাদ হয়।

যার জ্ঞান বচ্ছে ধরে,
সব বলে লালন ভেড়ে
'ফাকিরি' বই বোঝে না।

৯

আয় গো যাই "নবীর দীনে"। *
দীনের ডঙ্কা সদা বাজে মক্কা মদিনে।
অমূল্য দোকান খুলেছে নবি,
যে ধন চা'বি সে ধন পাবি ;
সে বিনা কড়ির ধন,
সেধে দেয় এখন,
না লইলে আখেরে পস্তাবি মনে।
তরীক † দিচ্ছে নবিজী জাহের বাতনে ‡
যেথা যোগ্য লোক জেনে।
সে রোজা আর নামাজ,
ব্যক্ত এহি কাজ,
গুপ্ত পথ মেলে ভক্তির সন্ধানে।

* হজরত মোহাম্মদ মুস্তফার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে।

† পথ, ইসলাম ধর্ম্মে সাধনার পথ চারিটী—শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারেফাৎ।

‡ ব্যক্ত ও অব্যক্ত—আধ্যাত্মিককে বাতন পথ কহে, ইহা মারেফাতের অন্তর্গত। জাহের শরিয়তের অন্তর্গত।

নবির সামনেতে ইয়ার ছিল চারিজন। *

নূরনবী চারকে দিল চার যাজন।

নবি বিনে পথে,

গোল হল চারিমতে †

ফকির লালন যেন গোলে প'ড়িস নে।

১০

সে বড় আজব কুদরতি।

আঠার মোকামের মাঝে

ওরে জ্বলছে একটা রূপের বাতি

কে বোঝে কুদরতি খেলা,

জলের মধ্যে অগ্নি জ্বালা,

জানতে হয় সেই নিরালা

ওরে নিরক্ষিরে আছেন জ্যোতি।

চুনি, মণি, লাল ও-জওহরে

সেই বাতি রেখেছে ঘিরে,

তিন সময় তিন যোগ সে ধরে,

যে জানে সে মহারতি।

* হজরত আবুবকর (রাঃ) হজরত আলী (কেঃ) হজরত ওসমান (রাঃ) ও হজরত ওমর (রাঃ)।

† মুসলমানধর্ম্মে চারিটী মজহাব (ধর্ম্মমত) আছে। হানিফী, হাম্বলী, শাফি, মালেকী।

থাকতে বাতি উজ্জ্বল ময়,
দেখনা যার বাসনা হৃদয়.
লালন বলে কখন কোন সময়
ওগো অন্ধকার হয় বসতি।

১২

শুদ্ধ প্রেম-রাগে থাক্‌রে অবোধ মন।
নিভাইয়া মদন জ্বালা
ওহি পথে কর মন খেলা,
উভয় নিহার ঊর্দ্ধ তালা
প্রেমেরই লক্ষণ।
একটা সাপের দুইটী ফণী,
দুই মুখে কামড়ালেন তিনি।
প্রেম বাণে বিক্রমে
তার সনে দাও রণ।
মহারস যার হৃদ্ কমলে
প্রেম আশ্রম নাওরে খুলে,
আত্মা সামাল সেই রণ কালে,
কয় ফকির লালন।

১২

যার নাম আলেক মানুষ আলেকে রয়।
শুদ্ধ প্রেম রসিক বিনে কে তারে পায়।
রস রতি অনুসারে,

নিগুঢ় ভেদ জানতে পারে,
রতিতে মতি ঝরে,
মূল খণ্ড হয়।
নিলেয় নিরাঞ্জন আমার,
আধ নিলে করলেন প্রচার,
জানলে আপনার জন্মের বিচার,
সব জানা যায়।
আপনার জন্মলতা
জানগে তার মূলটী কোথা,
লালন কয় হবে শেষে
সাঁই পরিচয়।

১৩

মরশেদ বিনে কি ধন আর আছেরে এ জগতে
মরশেদের চরণ সুধা,
পান করলে হরে ক্ষুধা,
কর না আর দেলে দ্বিধা,
যেহি মরশেদ সেহি খোদা,
বোঝ "অলিয়ম মরশেদা" *
আয়েত লিখে কোরাণেতে।
আপনে খোদা আপনে নবি,
সেই আদম ছবি ;

* হে আমার প্রভু মুরশিদ।

অনন্তরূপ করে ধারণ
কে বোঝে তার নিরাকারণ
নিরকোর হাকিম নিরাঞ্জন
মরশেদ রূপ ঐ ভজন পথে ॥
"কুল্লো সাইয়েন মহিত অল-আরস,"*
"আল্লা কুল্লে সাইয়েন কাদির"†
কেন লালন ফাঁকে ফের,
ফকিরি নাম বাড়াও মিছে ॥

১৪

মন আমার কি ছার গৌরব করছ ভবে।
দেখনা রে সব হাওয়ার খেলা, হাওয়া বন্ধ হতে দেরী কি হবে
থাকতে হাওয়ার হাওয়াখানা,
মওলা ‡ বলে ডাক রসনা,
মহাকাল বসে ছেরানায়, কখন যেন কু ঘটাবে।
বন্ধ হলে এ হাওয়াটী,
মাটীর দেহ হবে মাটী,
দেখে শুনে হও না খাঁটী
মন কে তোরে কত বুঝাবে ॥
ভবে আসার আগে যখন,

* যাবতীয় পদার্থ খোদতায়ালার 'আর্শ' ঘিরিয়া রহিয়াছে।—কুরাণ।

† সমস্ত জিনিষের উপর খোদাতায়ালার কর্তৃত্ব।—কুরাণ।

‡ মওলা—উপাস্য;—খোদাতায়ালা।

বলেছিলে কর্ব্ব সাধন, *
লালন বলে সে কথা মন,
ভুলেছ এই ভবের লোভে।

১৫

প্রেমের সন্ধি আছে তিন।
সরল রসিক বিনে জানা হয় কঠিন।
প্রেম প্রেম বল্লি কিবা হয়,
না জানলে সেই প্রেম পরিচয়,
আগে সন্ধি করতে প্রেমে মজরে,
আছে সন্ধি স্থানে মানুষ অচিন।
পঙ্ক, জল, পল, সিন্ধু, বিন্দু,
আদ্য মূল তার শুষ্ক সিন্ধু,
ও তার সিন্ধু মাঝে আলেক পেচরে,
উদয় হচ্ছে রাত্রদিন।
সরল প্রেমিক হইলে,
চাঁদ ধরা যায় সন্ধিমূলে,
অধীন লালন ফকির, পায়না ফিকির,
হয়ে সদাই ভজনে বিহীন।

---

* খোদাতায়ালা প্রথমে সমস্ত রুহকে এই জগতে পাঠাইবার আগে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তোমাদের উপাস্য কে?" আত্মাগণ বলিয়াছিলেন "তুমিই আমাদের একমাত্র উপাস্য এবং আমরা তোমার বান্দা।" বান্দার কাজ বন্দেগী করা। মানুষ মায়ায় ভুলিয়া মওলার উপাসনা ও আরাধনা করিতেছে না, ইহাই ফকিরের বক্তব্য।

১৬

যে রূপে সাঁই আছে মানুষে।
তালার উপরে তালা, তাহার ভিতরে কালা,
মানুষ ঝলক দেয় সে দিনের বেলা,
শুধু রসেতে ভাসে।
"লামোকামে" * আছে নূরী †
সে কথা অকথ্য ভারী,
লালন কয় সে দ্বারের দ্বারী
নইলে কি জানত সে।

১৭

কে কথা কয় রে দেখা দেয় না,
নড়ে চড়ে হাতের কাছে,
খুঁজলে জনমভর মিলে না।
খুঁজি যারে আকাশ জমিন,
আমারে চিনি না আমি,
সে বড় বিষম ভ্রমের ভ্রমি,

---

* মুসলমান সাধারণের বিশ্বাস যে খোদা "লামোকামে" আছে। 'লামোকাম' অর্থ non-space 'লামোকাম' বলিয়া কোন স্বর্গ বা স্থানের নাম নাই।

† নূরী শব্দ নূর শব্দ হইতে উদ্ভূত। নূর অর্থ আলো, নূরী আলোময়।

সে কোন্ জন আমি কোন্ জনা ॥

হাতের কাছে হয় না খবর

খুঁজতে গেলাম দিল্লী শহর

সিরাজ কয় লালন রে তোর

তবুও মনের ঘোর গেল না ॥

১৮

গুরু বর্ত্তমানে আমায় কর অনুমান

যোগীগণের যোগ সাধনে এই বুঝি তোমার বিধান ॥

গুরু গোঁসাই খেত করিয়ে নিলেম,

একখান পাঁচন হাতে চললেম

আমি গুরুর খেতে ধান নিড়াইবারে,

কে আমায় বানাল চাষী,

আমি নষ্ট করলেম গুরুর কৃষি, গুরুপদে হলেম দোষী,

ঘাস নিড়াইতে কাটলাম ধান।

বিলে কি ইল্‌শে থাকে ? কিলালে কি কাঁঠাল পাকে ?

মধু হয় কি বল্লার চাকে ? বিশ্বাস করে কে ?

গোঁসাই নলিনচাঁদ বলে

বর্ষা হয় কি বৃষ্টির জলে ?

গুরু কি চাইলে মেলে, শুনেছো কোন স্থান ॥

১৯

চাতক স্বভাব না হ'লে
অমৃত মেঘের বারি কথায় কি মিলে।
চাতকের এমনি ধারা
তৃষ্ণায় জীবন যাবে রে মারা
তবুও অন্য বারি খায় না তারা
মেঘের জল বিনে।
মেঘে কত দেয় রে ফাঁকি,
তবুও চাতক মেঘের ভুখি,
এরূপ নিরীখ রাখ্ রে আঁখি
সাধক বলে তাই।
মন হয়েছে পবন গতি
উড়ে বেড়ায় দিবা রাতি,
অধিন লালন বলে গুরুর প্রতি
ও মন রয় না সুহালে।

২০

আমি সেই চরণে দাসের যোগ্য নয়।
নইলে মোর দশা কি এমন হয়।
ভাব জানি না প্রেম জানি না
দয়াল দাস হ'তে চাই চরণে
ভাব দিয়া ভাব নিলে মনে
হারে দয়াল সেই সেন রাঙ্গা চরণ পায়।

দয়া ক'রে পদের বিন্দু
দাও যদি হে দীনবন্ধু
তবে তরি ভব সিন্ধু
নইলে না দেখি উপায়
অহল্যা পাষাণী ছিল
গুরুর চরণ-ধূলায় মানব হ'লো
অধীন লালন পড়ে' র'লো
যা করে সাঁই দয়াময়।

২১

দিবা রাত্তি থাক সবে বা হুঁসারি *
রসুল বলে এ দুনিয়ার জান ঝকমারী।
জাহের, বাতেন, শায়ফিনা,
গুপ্ত ভেদ সব দিলাম সিনায় ;
এমনি মত তোমরা সবে
দিও সবারি।
অবোধ ও অভক্ত জনা,
গুপ্ত ভেদ তারে বলোনা,
বলিলে সে মানিবে না,
করবে অহঙ্কারই।
পড়িলে আয়ুজবেল্লা,
হুঁসিয়ারীর সঙ্গে, সাবধানে।

* হুঁসিয়ারীর সঙ্গে ; সাবধানে।

দূরে যাবে লানতুল্লা,
লালন বলে রসুলের
নসিয়ত জারি।

২২

অপারের কাণ্ডার নবিজী আমার।
ভজন সাধন বৃথা গেল নবি না চিনে।
নবি আউয়াল ও আখেরে,
জাহের ও বাতন,
কোন সময় কোন রূপ
ধারণ করে কোন খানে।
আসমান জমিন জলধি পবন,
নবির নূরে করিলেন সৃজন,
তখন কোথায় ছিল নবিজীর আসন,
নবি পুরুষ কি প্রকৃতি আকার।
আল্লা নবি দুটী অবতার,
আছে গাছ বীজেতে যে প্রকার,
গাছ বড় না ফলটী বড়,
তাও নাও হে জেনে।

জাহের = প্রকাশ ; বাতুন = অপ্রকাশ ; শায়ফিনা = Intercession. সিনায় = বক্ষে, আয়ুজবেল্লা = আল্লার শরণাপন্ন হইতেছি ; লানতুল্লা = খোদার অভিশাপ ; রসুল = Prophet. আউয়াল = প্রথম, আখের — শেষ

আত্ম তত্ত্বে ফাজেল যে জনা,
সেই জানে সাঁইএর নিগূঢ় কারখানা,
হলেন রসুল রূপে প্রকাশ রব্বানা,
অধীন লালন বলে দরবেশ সিরাজ সাঁইয়ের গুণে।

২৩

আমার মন পাখী বিবাগী হ'য়ে ঘুরে মরো না
ভবে আসা যাওয়া যে যন্ত্রণা, জেনেও কি তা জান না।
দেহে আট কুঠরী, রিপু ছয় জনা,
মন থেকো থেকো. হুসিয়ার থেকো, যেন মায়ায় ভুল না।
কোন দিন হাওয়ারূপে প্রবেশিয়া লুট্‌বেরে ষোল আনা।
সাধের বাড়ী, সাধের ঘরকন্না,
সাধে, সাধে ঘর বাঁধিলাম, ঘরে বসত কল্লেম না।
যে দিন পাঁচপাচা পচিশের ঘরে দেখ্‌বি আজব কারখানা।

২৪

মনের মানুষ না হলে গুরুর ভাব জানা যায় কিসেরে,
(গুরুর প্রেম জানা যায় কিসেরে)॥
লাল নীল, সিয়া সফেদ চার ফুল দুনিয়ার মাঝারে,
কোন্ ফুল কোন্ যোগে চলে, কোন্ ফুল গুরুর পূজায় লাগেরে?
উত্তরে তার শিয়রখানি দক্ষিণে পদরে,
পূর্ব্বদিকে দুই হস্ত রেখে, পশ্চিমে কয় কথারে ॥

ফাজেল — পণ্ডিত; রব্বানা = (খোদা), উপাস্ত ;

আসমানে তুই গাছের গোড়া, জমিনে তুই ডালরে,
ডালছাড়া ফল, বোটা লম্বা গুরুর হাতের কলমরে।

২৫

অনুরাগ নইলে কি সাধন হয়
ভজন সাধন মুখের কর্ম্ম।
ও দেখো তার সাক্ষী চাতক হে
অন্য বারি খায় না সে।

ও দেখো চাতক মরে জল পিপাসায়,
চাতক থাকে মেঘের জলাশায়,
অনুরাগ নইলে কি সাধন হয়।

ঐ দেখ রামদাস মুচির ভক্তিতে
গঙ্গা এলেন চামড়ার "বাটু"তে
দেখে সাজ্‌ল কত মহতে।
এবার লালন কূলে কূলে বয়
অনুরাগ নইলে কি সাধন হয়।

২৬

গুরু রূপের পুলক ঝলক দিচ্ছে যার অন্তরে
(ঝলক দিচ্ছে যার অন্তরে)।
কিসের আবার ভজন সাধন লোক জানিত করে,
(এই ভবে লোক জানিত করে)।

বকের করণ ধরণ তাই রে হয়,
দিক্ ছাড়া তার নিরিখ ও সদায়,
ওসে পলক ভরে ভবপারে যায় সে নিরিখ ধরে।
(মানুষ যায় সে নিরিখ ধরে)।
গুরুভক্তির তুল্য দিব কি ?
যে ভক্তিতে থাকে সাঁই রাজী,
অধীন লালন বলে গুরুরূপে নিরূপ মানুষ ফেরে।
(এই ভবে নিরূপ মানুষ ফেরে)।
জ্যান্তে গুরু পেলেম না হেথা,
ম'লে পাবো কথারই কথা,
অধীন লালন বলে গুরুরূপে নিরূপ মানুষ ফেরে।
(এই ভবে নিরূপ মানুষ ফেরে)।

২৭

কেরে গাঙের ক্ষ্যাপা হাবুর হুবুর ডুব পাড়িলে।
পাপ করে কি ভাবছো মনে কাত্তিক ওলানের কালে।
কুঁতবি যখন কাফের জ্বালায়,
কত তাবিজ তাগা বাঁধ্‌বি গলায়
তাতে কি তোর ভাল হবে মস্তকের জল শুষ্ক হলে।
বাই চলা দেয় ঘড়ি ঘড়ি
ডুব পাড় গে তাড়াতাড়ি
অধীন লালন বলে ডুবল বেলা চক্ষুমেলে দেখলি নারে

২৮

সাঁইজীর লীলা বুঝবি ক্ষ্যাপা কেমন করে।
লীলাতে নাইরে সীমা কোন সময় কোন রূপ ধরে।
গোঁসাই গঙ্গা গেলে গঙ্গাজল হয়,
গোঁসাই গর্ত্তে গেলে কূপ জল হয়,
গোঁসাই অমনি করে ভিন্ন জনায়
সাধুর বেশ বিচারে।
গোঁসাই আপনার ঘরে আপনি ঘুরি,
গোঁসাই সদা করে রস চুরি
জীবের ঘরে ঘরে।
গোঁসাই আপনি করে ম্যাজেষ্টারী
আপন পায় পড়ল বেড়ী
ফকির লালন বলে, বুঝ্‌তে পারলে
মরণ নাহি তার একই কালে।

২৯

কিসের বড়াই কর রে কিসের গৌরব কর রে
মাটির দেহ লয়ে।
সে ওখানেতে দেখে এলেম কুমারেরই কুমরে
উপরে তার স্বরূপ আছেরে,
ও তার ভিতরে আগুণরে
ও কেবল পথের পরিচয় রে
মাটির দেহ লয়ে।

মনের মন্থুরায় পাখী গহীনেতে চড়েরে
নদীর জল শুখায়ে গেলেরে
পাখী শূন্য ভরে উড়ান ছাড়েরে
মাটীর দেহ লয়ে।
লালন শাহ দরবেশ কয় ছুনিয়ার বড়াই মিছারে
দিন থাকিতে দিনের কর্ম্মরে
কেবল পরার জন্য কান্দরে
মাটির দেহ লয়ে।

৩০

দৈর্য্যাবাজ ঘোড়া ফির্ছে সদাই
ভবের বাজারে।
দিবানিশি ঘোরে ফিরে
ধৈর্য্য নয় রে মানে।
সপ্ত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে,
এল ঘোড়া শোন্য ভরে ;
হায়াৎ মযুত জানা যাবে
সেই ঘোড়ার সাম্‌নে।
সাধন ক'ল্লে পাবি তারে,
তার জোরে ব্রহ্মাণ্ড ঘোরে ;
তিনটি মায়ের একটি ছেলে,
হৈল কি প্রকারে ?

সেই ঘোড়া হৈল ঘোড়া
এইড়্যা দিল বত্রিশ জোড়া,
তিনু বলে খাড়াকৃখাড়া
যাবি কোন্ বাজারে ?

৩১

বাঁকীর কাগজ মন তোর গেল হে জুড়ে।
যখন ভিটায় হও বসতি
ও মন দিয়েছিলে খোস্ কব্‌ল
ও আমি হর্‌দমে নাম রাখ্‌বো স্মৃতি
এখন ভুলেছ তারে।
আইন মাফিক নিরিখ দেনা
ও মন তাতে কেন করিস অলসপনা,
যাবে রে মন যাবে জানা
জানা যাবে আখেরে।
সুখ পা'লে হও সুখ-ভোলা,
ও মন দুখ পা'লে হও দুখ-উতলা,
লালন কয় সাধনের খেলা
মন তোর কিসে "জুৎ" ধরে ॥

৩২

চেয়ে দেখ্ নয়নে।
ধড়ের কোথায় মক্কা মদিনা !

ধড় — দেহ।

ওয়াহদিনিয়তে রাহা,
ভুল যদি মন কর তাহা,
এবার হুজুরে জাতির পথ মিল্‌বে না।
ঘুরিস কেন বনে বনে।
সদর আমলার হুকুম ভারী,
অচিন দেশে তার কাচারী।
সদাই করে হুকুম জারী,
মক্কায় বসে নির্জ্জনে!
চারি রাহা চারি মক্‌বুল,
ওয়াহাদিনিয়তে রাস্থল,
সিরাজ কয় করনা উল,
ও তুই ফিরবি লালন বনে বনে।

৩৩

সামান্যে কি সে ধন পাবে।
দীনের অধীন হয়ে তারে, চরণ সাধিতে হবে
ভজন পথে এহি হ'লো,
কত বাদশার বাদশাই গেল,

ওয়াহাদিনয়ত—একত্ব; Unity of the God head; রাহা—রাস্তা; চারি রাহা—শরিয়ত, তরিকত, হকিকত, মারেফাত; মকবুল—প্রিয়। রাস্থল—প্রেরিত দূত, পয়গম্বর। উল—সন্ধান।

কত কুলপতি কুল খোয়াল,
শুধু চরণের আশে।
কত কত যোগী ঋষি,
তারা যোগে করে যোগ তপস্যি,
অধীন লালন ভেঁড়ে কুল নাশি
ভেঁড়ে দু-আশায় ফেরে।

৩৪

পারে যাবে কি ধরে ওরে মন।
যেতে হুজুরে তরঙ্গ ভবে ভেবে দেখ মন।
ইসরাফিলের শিঙ্গা রবে।
জমিন আসমান উড়ে যাবে,
হবে নৈরাকারময়
কে ভাসবে কোথায়।
চুলের সাঁকো তাতে হীরার ধার,
ভাস্‌ছেরে সেই তুফানের উপর,
তাতে নজর হবে না
কোথায় দিবে পা সেই পথে।
পাপী অধম যার হেল্লা,
তরে যাবে পারের বেলা,
লালন বলে মন কি করিস এখন
ভবে চিনলেম না তারে।

৩৫

সাধ্য কিরে আমার সেইরূপ চিনিতে।
অহর্নিশ মায়া ঠুসি জ্ঞান চক্ষুতে।
আমি আর অচিন একজন,
থাকি আমরা এই দুইজন,
ফাঁকে দেখি লক্ষ যোজন,
না পাই ধরিতে।
ঈশান কোণে হাসেসঘড়ি,
সে নড়ে কি আমি নড়ি,
আপনারে আপনি হাতড়ে ফিরি,
না পাই ধরিতে।
ঢুড়ে ফিরে হদ্দ হইচি,
এখন বসে খেদাই মাছি।
লালন বলে মরে বাঁচি,
কোন কাজেতে।

৩৬

যার নাম আলেক মানুষ আলেকে রয়।
শুদ্ধ প্রেম-রসিক বিনে কে তারে পায়।
রস রতি অনুসারে,
নিগূঢ় ভেদ জান্‌তে পারে,
রতিতে মতি ঝরে,
মূল খণ্ড হয়।

লীলায় নিরঞ্জন আমার,
আধ লীলে কল্লেন প্রচার,
জান্‌লে আপনার জন্মের বিচার,
সব জানা যায়।

আপনার জন্মলতা
জানগে তার মূল কোথা,
লালন কয় হবে সেথা,
সাঁই পরিচয়।

৩৭

রসিক যে জন ভঙ্গীতে যায় চেনা।
সদাই থাকে রূপের ঘরে,
রূপনয়নে সদাই হরে,
ভঙ্গীতে ধরা পড়ে,
আর ত সুখ জানে না।

শুদ্ধমতে শান্ত গতি বর্ণে কাঁচাসোনা।
লোকে কয় চণ্ডীদাস-রজকিনী,
তারা প্রেমের শিরোমণি,
এমন প্রেম জানে কয় জনা।
ঈশান কয় দুগ্ধ জলে
একত্রে মিশাইলে (পারে)

হংস তাহার লাগাল পাইলে
করে অরূপ সাধনা।
ভাণ্ডার মাঝে চুমুক দিয়ে,
যায় সে দুগ্ধ খেয়ে,
ভাণ্ডের জল ভাণ্ডে থাকে
রসিকের তেমনি ঘটনা।

৩৮

মন লও রে গুরুর উপদেশ
জানতে পার সহজে।
পাঁচ মশলা যোগ করিয়ে লাগাইয়াছে অন্ধাবেশ
মারুল পাড়া সবাই জোড়া (?)
ছানি চাম্‌বা কাগজে,
জানতে পার সহজে।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ যত আদি অন্ত তার কাছে,
মহাসাগর করিয়া লয়া পদ্মপাতে বসিয়াছে।
অধীন শ্রীনাথ বলে ভুলিয়াছি মায়াপাশে,
মায়া-বন্ধন হবে ছেদন গুরু যদি পরশে,
জান্‌তে পার সহজে।

৩৯

ভবের হাটে দিছেন খেয়া গুরু কর্ণধার
কত হইতেছে রে পার।

ধনী মানী পার করে না, পার করে কাঙ্গাল
কত হইতেছে রে পার।
বেলা থাকতে দাও রে পাড়ি সময় নাই রে আর,
অসময়ে পারের ঘাটে গিয়ে ঠেকবে রে এবার
কত হইতেছে রে পার ভবের ঘাটে।

৪০

আমি ভজনহীন, সাধনহীন ;
কেমন করে পাব সাইজীর দীন ?
সকলই করতে পার মুরশিদ,
বিচার তোমর ঠীন।
পাঁচু চাঁদের চরণ বিনে
হারাণ বাঁচে না একদিন।
দুগ্ধ হ'তে উঠে ননি, ঘোল টান্‌লে বস্তুহীন ;
এমনি মতন দফ্‌ল আমাকে করলে দীনহীন।
খালি ভাণ্ড প'ড়ে রলো
মুরশিদ, কর্পূরের নাই চিন !
যেমন চাতকিনীর প্রাণ
মেঘের আড়ালে ব'সে ভাবে রাত্র দিন।
আমি ভজনহীন, সাধনহীন, কেমনে পাব
সাঁইজীর দীন ?

৪১

ও ঘোর অন্ধকারের ভিতরে।
আছে পঞ্চ নূরে,
নিরবধি সাথে ঘুরে ;
ও ঘোর অন্ধকারের ভিতরে ॥
সেই ঘরেতে রূপের থানা,
লোভি কামে যেতে মানা,
আছে নিষ্কামে পঞ্চ জনা,
সেই ঘরে।
ও ঘোর অন্ধকারের ভিতরে।
'হায়াত' * মূল সাধনের মাথা,
সাধন সিদ্ধি হ'লে কবে কথা।
তার উপরে চাঁদোয়া পাতা ; (কলে ঘোরে)
ও ঘোর অন্ধকারের ভিতরে।
গোলা মহর নুরছে তারা
খুলতে পারে রসিক যারা।
দেখতে পাবি রত্ন পোড়া, সাধন জোরে।
ও ঘোর অন্ধকারের ভিতরে।
(তাইরে নারে) সেইটার মাঝে,
চোষট্টি তাল ঘড়ি বাজে।
এ অধীন তার ভাব না বুঝে

---

* হায়াত—জীবন।

আশায় ঘোরে ;
ও ঘোর অন্ধকারের ভিতরে।

৪২

এমন হবে আমি আগে না জানি।
আগে যদি জান্‌তেম এত,
ভবের মায়াতে না হতেম রত,
আগে জান্‌লে গুরুর চরণ করতেম তরণী।
সাধুর বাজারে গিয়ে,
রূপা বলে কিন্‌লেন সীসে,
গুরুর তরণী দেখে তাইতে খেলেম 'চুবণী'।

৪৩

আমি মলেম আহা আমায় বাঁচাও যোগে যাগে।
কাল ভুজঙ্গের ছানা,
তারা দুই মুখে ধরে দুই ফনা,
ওরে তার ওঝাই মেলে না,
করে বরিষণ,
না রয় জীবন,
দরদী গো, প্রাণ গেল বিষের বিরাগে।
সাধ করে বড়শী গিলে,
আমি রহিতে না পারি জলে,
আমায় ডাঙ্গায় নেয় তুলে,

বড়শীর বিষম কালা,
না যায় খোলা,
দরদী গো, ছিপ দিলে মরমে লাগে।

(৪৪)

ওরে মন আমার হাকিম হ'তে পার এবার
মন যদি হও হাকিম আমি হই চাপরাশী,
কনেষ্টবল হয়ে হাজির হই হুজুরি,
তোমার হুকুম জোরে,
আইন জারি করে,
আন্‌বো চোরকে ধরে করে গেরেফ্‌তার
ছিল পিতৃ বস্তু সত্য অমূল্য অসহ্য,
হরে নিল তায় মদন আচার্য্য,
চোরের এমন কার্য্য,
দীনুর না হয় সহ্য,
মদন রাজার রাজ্য শুদ্ধ অবিচার॥
কাম্‌হে দাওনা ক্ষমা মত্ত হও দু'বেলা,
রুহের* সঙ্গে মোহ মদনের খুব জ্বালা,
'কোরক' যেমন দোষী,
মিয়াদ দেও তায় বেশী,
মদনকে দাও ফাঁসি, কামকে দাও দ্বীপান্তর।

* রুহ—আত্মা।

ভাই বন্ধু দারা সুত আত্ম পরিজন,
সময়ের বন্ধু তাঁরা অসময়ে কেউ নন,
দিয়ে চোরের সঙ্গে মেলা,
হয়ে মাতোয়ালা
পেয়ে চাবি তালা, ভাঙ্গলে আমার দ্বার।

৪৫

মানুষ চিনে সঙ্গ নিও মন, গোল যেন আর কারো করোনা।
মন তুমি জল পিপাসায় আকুল হয়ে গরুর চোণা খেওনা।
কালসাপিণীর হাতে পড়ে, মরবিরে তুই একইকালে,
'ডংশিলে' হবি বেমোনা (ও তুই হবি বেমোনা)।
ও তুই দেশ বিদেশে ঘুরে মরবি বিষের ওষধ পাবানা॥
গোঁসাই নলিন চাঁদ বলে, ঘন দুগ্ধ 'পুর' হইলে জালে
কম হইলে হইবে না
(জালে কম হইলে হইবে না।)
মন তুমি সামাল থেকো ঘুমের ঘোরে চোরে
দেয় না যেন হানা।

৪৬

অনুরাগী রসিক যারা বাচ্ছে তারা উজান 'বাঁকে'
যখন নদীর "হুমা" ডাকে জাগায় তরীর ফাঁকে ফাঁকে।
যখন নদী নিরলেতে বয়,
ওরে দাঁড়ী মাল্লা ছয়জনাতে ডেকে ডেকে কয়,

ওরে ছেড়োনারে সাধের তরণী, "দোয়ানীতে"

"পাক" পড়েছে।

মন পবন বাতাস উঠেবেরে যেদিন

ছয় মাসের পথ বয়ে আমরা যাবরে একদিন।

জয় রাধার নামে বাদাম দিয়ে হাল-মাচার পর থাকিব বসে।

পঞ্চরসের ধ্যান যে করে,

"আড়ে" নদী ছ্যায়না পাড়ি, "দিক্‌পাড়ি" ধরে।

জয়রাধা নামের বাঁধাতরী, তার তরী কি পাকে পড়ে।

গোঁসাই নিত্যানন্দ কয় মধুর স্বরে,

গুরু মুখ পদ্ম বাক্য ঐক্য না হলে,

(পড়বিরে তুই বিষম ফেরে।)

গোঁসাই হীরালাল কয় গঙ্গাধররে তোর

তরীর কি গোমর আছে?

৪৭

উজান জলে পাড়ি ধরা রে গুরু আমার ঘোটল না।

ভবের নোকাখানি উবুডুবু গুরু পাড়ি পেলেম না।

উজান জলে "জলফল্লা" বেজে গেছে,

উজান ঠেলা আমি পাড়ি পেলেম না।

আমার কেশে ধরে নেও পার করে,

নইলে কূল আর পেলেম না।

গোঁসাই নলিনচাঁদ বলে,

যাস্‌নেরে আর নদীর কূলে

গেলে পাবানা * যখন, প্রেমের অনল উঠবে জ্বলে,
জল দিলে আর নিবেবে না।

৪৮

আজবতরী দেখে মরি গড়েছে কোন মিস্ত্রীরি !
এ তরী বোঝাই নেয় ভারী,
আমি তিন বেলাতে বোজাই করি,
তবু বোঝাই হয় না ভারি, মন ব্যাপারী।
তরীর ভাব দেখে সদায় আমি তাই ভাব্যা মরি।
তরীর মাল্লা আছে ছয় জন,
আর তিন জন বসে আছে তরীর পর.
আমি যে দিক টানতে কই সে দিক টানে না।
তারা সদায় করে গোলমাল, বাজায় জঞ্জাল,
কোনদিন যেন সাধের তরী শুকন্যাতে হয় তল;
ছয়জনাতে ঐক্যমিলে তরী যাও বাইয়ে (যাও হে বাইয়ে)
তবু তার পাড়ি না জমে
যে দিন "বাণ" চুয়ায়ে উঠবে পাণি, সেদিন তরী রবেনা।
মন রসনা ! নৌকা ছাড়্যা পালায়া যাবে মাল্লা ছয়জনা।

৪৯

ওরে ঘর দেখে মরি এঘর বাঁধেছে কোন ধনী,
দুই খুঁটী পরিপাটী মধ্যে আগুণ পাণি,
ঘরের নয় দরজা, দেখ্‌তে মজা, বাতাস বয় রাত দিনই,
ওরে বাতাস বন্দ হলে সে ঘর থাক্‌বে না ত' জানি।

---

* পাবিনা।

সে ঘর আগুণে পোড়ে না, পানিতে পচে না
বলবো কি আজব লীলা বিধির কী কারখানা,
আমি "খুচি" দিয়ে রাখবো সাষ্যা ঘরামী মেলেনা।
ঘরের মধ্যে ব্যক্তি বহুজন,
কেউ কাণা কেউ কানে শোনে না. এওত বিলক্ষণ।
আমি মেছেল চাঁদ ঘরে বসে করছি আনাগোণা,
সাধের ঘর ফেলে যাবো এওত এক ভাবনা ;
ওরে যে না জানে ঘরের সন্ধান সেওত এক আধলা কাণা
তোরা দিন থাকিতে মুরশিদ ধার করগে জানা শোনা।

৫০

আমি দেখে এলেম সৎ গুরুর হাটে।
আমার মন প্রাণ হরে নিল প্রেমের বরিষণে।
একে মোর জীর্ণ তরী,
বোঝাই তাই হয়েছে ভারী,
সাধনের করণ ভারী
বোঝগে সাধুর কাছে।
খেজমত কয় গেল বেলা,
ছাড় ভাই রসের খেলা,
খেজমত সাঁইএর যুগল-চরণ
নিম তৈলিরো ঘাটে।
আমি দেখে এলেম সৎ গুরুর হাটে।

৫১

বাদী মন। কারে বলরে আপন
যারে বল আপন
আপন নয় সে নিশির স্বপন
পর কখনো হয়রে আপন ?
(ওরে পাগল মন!) কারে বলরে আপন।
এক দেড়াকে * পঞ্চ পাখী,
তারা আছে পরম সুখী,
বেলা গেলে চোলে যাবে
যার যেখানে মন।
কারে বলরে আপন (ওরে পাগলা মন!)
সকাল বেলা হাটে চলো,
যার যে স'দা সে সে করে।
বেলা গেল সন্ধ্যা হল,
আঁখি হল ঘোর। †
কারে বলরে আপন। (ওরে বাদী মন।)
আট কুঠুরী নয় দরজা,
তার ভিতরে মনি কোঠা,
কাজল কোঠায় সিদ কাটিয়ে
চোরে লিবে ধন।

---

* দেড়াক—পাশী 'দরখত' শব্দের অপভ্রাংশ। দরখত অর্থে বৃক্ষ।

† Cp. Dim suffusion veiled'—Milton.

কারে বলরে আপন।
খেজমত বলে ও পাগলা মন
মিছে ভাবো সব অকারণ
যেদিন ছেড়ে যাবে পবন
সেদিন কেহ নহে আপন।

৫২

ও মন ধুলার ঘর বাতাসে যাবে
দেহের গুমান আর করো না।
দেহের গুমান করলে পরে,
পড়বি রে তুই বিষম ফ্যারে।
দেহের গুমান আর করো না॥
আনিছিলি বোসে খা'লি
মহাজনের মাল ফুরালি,
হিসাব কালে লবে বুঝে
কোন শেষে জান যাবে ছাড়ে।
দেহের গুমান আর করো না।
ভাই বন্ধু ইষ্টি জনা
কেউ কারো সঙ্গে যাবে না
পথের সম্বল তাও লিলেনা
রাস্তায় যা'তে কষ্ট হবে।
দেহের গুমান আর করোনা।

খেজমত সাঁই ফকিরে বলে,
দিন গেল ভাই গোলেমালে,
আসবে শমন বাধবে কোষে
খালি হাতে যা'তে হবে।
দেলের গুমান আর করোনা।

৫৩

কতজন ঘুর্‌ছে আশাতে।
সন্ধান পেলাম না তার জগতে।
কুড়ি চক্ষু, চৌদ্দ হস্ত,
তাই দেখে হ'য়েছি ব্যস্ত,
শুন্‌বার কারণ জিজ্ঞাসী তোরে।
মার্‌ফত যে জন হবে,
আমার কথার অর্থ ব'লে দিবে ;
শু'নে দশের প্রাণ জুড়াবে,
দশম জনের সভাতে।
কতজন ঘুর্‌ছে আশাতে।

মক্কেল আল্লাহর খামেদ বারি
কুদরতে ক'রলেন তৈয়ারী,
পয়দা ক'রেছিলেন হাওয়াতে।
আমি শু'নেছি মুরশিদের বাণী,
খায়নি তারা দানা পানি ;

কিঞ্চিৎ দানা তার নিশানা,
সবুজ রং তার গায়েতে।
কত জন ঘুর্‌ছে আশাতে।
এক ফেরেশ্‌তার তিন মাথা
বল তাহার মোকাম কোথা
থাকে কোন সহরে।
দেহের মধ্যে মাপা জোকা,
ফকির লালন কয়ে যায়।
কত জন ঘুর্‌ছে আশাতে।

৫৪

আল্লায় মোরে সৃষ্টি করে দিছাল দুইনার পরে
ও তার নাম ধরি না. কাজ করি না
কি ভাবে রইলেম বইসে
যখন তলব করবে মালেক সাঁই,
কি জওয়াব দিব তান গো ঠাঁই,
আমি বইসে ভাবি তাই,—
যাইতে হ'বে সেই পথে।
ত্রিশ রোজা, পাঁচ ওক্ত নামাজ
পড় একিণে।
ও ভাই পড় একিণে।
মা বরকত দিল তরী,
রসুল হ'বে কাণ্ডারী,

সেদিন হ'ব ভবনদী পারি।
শুনিছিরে আলেমের মুখে
দুই এমাম গুণ টানে
আল্লার নামে তুলছি বাদাম,
যা'ব মোকামে।
ও ভাই যাব মোকামে।
দুইনায়র মায়ায় ভুলে রইলাম
ফেরেবের জালে।

৫৫

পাগলা কানাই বলে ভাইরে ভাই
কত রঙ্গ দেখলাম এই ভাব এসে দু'চোখে।
যত করিলাম দেব ধর্ম্ম সকলি ফাঁকি জুকি
একটু ভাল কইতে হল, সার কেবল আল্লারে ডাকি।
একজনা নারী অন্য পুরুষ
দু'জনারে এক কবরে মাটী দিয়ে থুইছিল
আমি শুনতে পাই মুরশিদের মুখে
জেন্দা তারে ছেলে হল,
ছেলে হলে শুন বলি তিন জন এই ভবেতে এল
শুনে প্রাণ কান্দে ডরে আমি কান্দি থরে থরে
জানিলাম আল্লার লীলাখেলা যা করে তাই পারে।
(তোমার) রাখ ইমান জুটল নারে পুছ কর আলেমের ঠাই
সত্য কি মিথ্যা বলে

তোমরা যেবা জান যেবা মান
সকলি আল্লাতালার ক্ষমতা
আল্লা শোকর মেরা দরগায় তেরা
দলীল কভু না হবে বৃথা।

৫৬

বুড়া বসে পাগলা কানাই এই ধূয়া বেধেছে ভাই
ধূওর নাম স্বর্গ পাতালে
(ওরে) ভাই সকলরে ধুওর বিচার করে কে ?
ভবের পর এক সখ্‌স পয়দা
আল্লার পয়দিস নয়কো সে
আছমান আর জমিন না ছিল পবন পানি
ত্রিভুবন জুড়ে রয়েছে
পাগলা কানাইএর বাড়ী তার কাছে
মহম্মদের নয়কো উম্মত আদমের নয়কো বুনিয়াদ
ভবের পরে জুও-মুট খেলায়
ওরে ভাই সকলরে পাগলা কানাই কয়ে যায়
কত ফকির বোষ্টম আলেম ফাজেল
পড়ে গেছে তার ঠেলায়
গেল চারিটা কাল হয়ে হাল ছে বেহাল
কারো পারোকাল হল না পাগলা কানাই মিথ্যা কয় না।
শুন ভাই আমার ত বুদ্ধি জ্ঞান কিছু নাই
দশ দুনিয়া যেদিন পয়দা

সেই সখ্‌স সেই দিন পয়দা
বেদ পুরাণ খুজলে পাবা না
ওরে ভাই সকলরে তার সন্ধান করলে না
অসন্ধানে থাকলে পরে সে ত কারে ছাড়বে না ;
যাবে বুদ্ধি সে হবে সব রসাতল
এক সখস বসে আছে গাছের তলায়

৫৭

ও মন পারে যাবে কি ধরে !
চুলের সাঁকো তাতে হীরার ধার, হচ্ছে সে তুফানের পরে।
নজর আসবে না কোথায় দিবে পাও সেই পথেরে।
ইস্রাফিলের সিঙার রবে,
জমিন আসমান উড়ে যাবে,
নিরাকারে ভাস্‌বে রে ভাই কে কোথায়।
পাপী অধমেরা কি নিয়ে যাবে পারে পারের বেলায়।

৫৮

ওরে নাগর কানাইরে,
বাড়ীর শোভা বাগবাগিচারে ঘরের শোভা ডোয়া।
নারীর শোভা সিঁতার সিঁদুর, গাঙের শোভা খ্যাওয়া।
আগে যদি জানতেম আমি রে প্রেমের এত জ্বালা,
ঘর করিতাম নদীর কূলে রহিতাম একেলা।

৫৯

ডালিমের চারা দিয়া বিদেশেতে গেল পিয়ারে।
আমার এও ত ডালিম রসে হেলে পল রে,

যেন পথে বাঘের ভয়, সেইনা পথে বধু যায় রে,
কোনদিন যেন ধরা খায় বনের বাঘে রে।
বঁধুর বাড়ী গঙ্গাপার, গেলে না আসিবে রে।
আমাব অজ্ঞান বঁধু না জানে সাঁতার রে।
বিধি যদি দিত পাখা, উড়ে যা'য়া করতাম দেখারে,
আমি উড়্যা যায়া পরতেম বঁধুর পায়েরে।

৬০

মনের মানুষ অটলের ঘরে,
খুঁজে নেও তাঁরে,
নির্গুণেতে আছে মানুষ,
যোগেতে বারাম খেলে।
শুদ্ধ, শান্ত, রসিক হ'লে
তবে অধর মানুষ মেলে,
রূপ নেহারে গোল করিলে
এসে মানুষ যায় ফিরে।
কত জন পার হবে বলে'
বসে আছে নদীর কুলে,
হঠাৎ ক'রে নামতে গেলে
ধ'রে খায় কাম-কুম্ভীরে।
গোঁসাই নয়ন চাঁদের উক্তি
ভাবরে মন সেই প্রকৃতি,

তবে হবে ব্রজপ্রাপ্তি
ওরে চণ্ডী কই তোরে।

৬১

মরি রাগে, অনুরাগের বাতি,
জ্বাল্‌গে নিজ ঘরে,
কোন ধামেতে আছে মানুষ,
চিনে নেওগে তারে।
মেরুদণ্ডের পূর্ব্বভাগে,
ধায় চন্দ্র দ্রুতবেগে,
ফুল-কুণ্ডলিণী সর্পের আকার
আছে সেই আসনের পরে'
সাধন ভজন বিহীন হ'লে,
যাবি যম ঘরে।
পূর্ব্বদ্বারে লাল চন্দ্র, দক্ষিণদ্বারে শ্বেতচন্দ্র,
দুই চন্দ্রে দীপ্তকায় কি করে?
তুই ভাব না জেনে বসে রইলি
মোহ-অন্ধকারে।

৬২

সাঁই দরবেশের কথা, একথা বল্‌বো কারে?
শুন্‌বে কেবে, কারে বল্‌ব কি!
পরকে বুঝাতে পারি নিজে বুঝি নি।

বলদ রলো গাভীর প্যাটে, লাঙল রলো হাটে
কিষাণের জন্ম না হতে পাহা গেল মাঠে।
'আগ্নে' গেল গড়গড়াতে সূর্য্য ম'ল দীপে
গঙ্গা ম'ল জল পিপাসায়, ব্রহ্মা ম'ল শীতে।
আমি একটা কথা শুন্যা আ'লেম ত্রিবেণীর ঘাটে
একটা ছেলে জন্ম হল তিন পোয়াতির প্যাটে।
রাজার বাড়ী চুরিরে পুষ্করিণীর পারে সিঁদ
জলের পর শয্যা পাড়্যা চোরা পাড়ে নিদ।

৬৩

জপ্‌রে তার নামের মালা হয় না যেন ভুল
গাঁথ ঐ নাম আপন গলায়।
দূরে যাবে দুঃখ জ্বালা,
অন্ধকার হবে উজালা;
এই দুনিয়ার মূল।
তুমি লা এলাহা ইল্লাল্লা * বল,

---

* আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নাই। সাধনাকালে হিন্দুগুরু যেমন শিষ্যকে বিশ্বের সর্ব্বত্র "ওঁ" ধ্যান করিতে উপদেশ দেন, পীর সাহেবেরাও তেমনই ভিতরে বাহিরে এই কলমা জপ ও ধ্যান করিতে বলেন। প্রথমেই অবশ্য এই কলমা জপ করা হয় না। প্রথম শুধু "আল্লাহ"—এই কথাটি মাত্র মনে মুখে জপ করিতে হয়। যে নিয়মে এই সব ধ্যান ধারণা করিতে হয়, তাহা অন্যের নিকট প্রকাশ নিষিদ্ধ।

এই আঁধার কাটে চক্ষু মেল ;
অই ভবের হাট ভু'লোনারে মহম্মদ রছুল।
মুহ্ অল্ এছ্ বাৎ * নফুয়াল্ নবি †
ও তোমার ফানাফাল্লা ‡ যখন হবি

---

* মুহ্ অল্ এছ্ বাৎ "নফি এছ্ বাৎ" কথার অপভ্রংশ। ইহার ভাবার্থ 'লাএলাহা ইল্লাল্লা' দ্বারা নিজের নাস্তিত্ব প্রমাণ করা এবং কল্পনায় সর্ব্বত্র সেই অনাদি অনন্ত পরব্রহ্মের অসীম সৌন্দর্য্যময় অস্তিত্ব অনুভব করা।

† নফুয়াল্ নবি "নফিয়ন্নবি"র অপভ্রংশ—আর এক নাম "ফানাফির্-রছুল" অর্থাৎ রছুলোল্লার (হজরত মোহাম্মদ দঃ) ধ্যান করিতে করিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া সমগ্র জগতে শুধু তাঁহারই বিকাশ উপলব্ধি করা।

‡ এস্‌লাম ধর্ম্মমতে আধ্যাত্মিক জগতের পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, ভক্তকে সাধনার তিনটি সিঁড়ি অতিক্রম করিতে হইবে। প্রথমতঃ "ফানাফিশেখ্" বা আপনপীরের সহিত লয় প্রাপ্তি। সত্য সনাতন নিরাকার মহাপ্রভুর দর্শন লাভাকাঙ্ক্ষায় অবশ্য পীরের ধ্যান করিতে হয়। পীর ভক্তের উদ্দেশ্য নয়—উদ্দেশ্য লাভের সহায় মাত্র। প্রথম স্তর অতিবাহিত হইলে, ঐ উদ্দেশ্য লইয়াই সিদ্ধিলাভের অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট সহায় রছুলোল্লার ধ্যান করিতে হয়। ইহার নাম "ফানাফির্‌রসুল"। সাধনার সর্ব্বশেষক্রম ফানাফিল্লা অর্থাৎ আল্লাতে মিশিয়া যাওয়া। বহির্জ্জগতে আত্মিক-জগতে যাহা কিছু—সবই আল্লার—সবই তাঁহার নাম-গানে বিভোর। এই স্তরে উপস্থিত হইলে, সাধক আত্মজ্ঞানহীন হইয়া মহর্ষি মনসুরের মত "আনাল্ হক" বা "অহং ব্রহ্ম" বলিতে থাকেন। অনন্ত

মেছের শা কয় তবে হবি
আল্লার মকবুল। *

৬৪

হাজার হাজার সেলাম জানাই মুরশিদ † তোমারে
ঐ যে মুরশিদ মালেক মওলা, ‡
আর জানে সেই রসুলোল্লা,
মাস্ত § হ'ল জগতের হিল্লা, ||
চরণ দাও মোরে।
হাজার হাজার সেলাম জানাই মুরশিদ তোমারে।

জ্ঞানময়ের সহিত মিশিয়া গেলে লোকের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। কি করেন, কি বলেন, সে জ্ঞান তখন তাঁহার থাকে না। কেহ পাগল বলে, কেহ ভণ্ড বলে, কোন দিকেই দৃক্‌পাত করেন না। শাহজাদী জেব্‌উন্নিছা বলেন—

ছারে জং আস্‌ত্‌ বা মাজ্‌নুনে আজাঁ আহ্‌লে শরিয়াৎরা।
কে দর্‌ দর্‌ছে মহব্বৎ নোক্‌তায়ে বাহার ছোখন্‌ গিরাদ্‌।

আল্লাহ্‌র-প্রেমপথের পথিকেরা প্রেমাতিশয্যে জ্ঞানহীন। সাধারণ লোকেরা কিছু না বুঝিয়া তাঁহাদের সহিত অযথা তর্ক করিতে যায়, অন্যায়রূপে গালি দেয়।

* মকবুল=বন্ধু, প্রিয়ব্যক্তি।

† মুরশিদ=পীর বা দীক্ষাগুরু। ‡ মওলা—প্রভু। § মাস্ত=বেঠিক, গণ্ডগোল। || হিল্লা=কায়দা কৌশল; বুদ্ধি জ্ঞান পীর সমীপে গোলমাল হইয়া যায়।

মৌলবী রজব আলী, বি-এ।

এমাম হোসেন হজরৎ আলি,
তাদের চরণ আমরা নাহি ভুলি,
জেন্দেগি ভর্ দরুদ ভেজি
আমি তাদের পায়।
ওমা তোমার চরণ পাব বলে
ডাক্‌ছি দুই বাহু তুলে ;
ওমা তবে কেন র'লি ভুলে,
এস এই সময়।

৬৫

বারোমাস্যা

অঘ্রাণ মাসে নূতন খানা, পুষ মাসে হয় 'নায়ার মাণা'
মাঘ মাস্যা শীত নারীর বুকেতে, কত পাষাণ
বেঁধেছো সাধু বিদেশে।
ফাল্‌গুণ মাসে দ্বিগুণ জ্বালা, চৈত্র মাসে শরীর কালা,
সহেনা তুরন্ত জ্বালা নারীর বৈশাখে, হারে বৈশাখে।
জোষ্টি মাসে মিষ্টি ফল, আষাঢ় মাসে নূতন জল,
শ্রাবণ মাস গেল নারীর জিয়ারে, হারে জিয়ারে।
ভাদ্দোর মাসে তালের পিঠা, আশ্বিন মাসে শসা মিঠা,
কার্ত্তিক মাস্যা গেল নারীর কাতরে, হারে কাতরে।
বারো মাস পূর্ণ হ'ল, নারীর সাধু দেশে আ'লো,
এলো সাধু র'লো কার বা মন্দিরায়, হারে মন্দিরায়।
চাকুরে সোয়ামী যার, এনা দুষ্‌কের কপাল তার,
বচ্ছর অন্তে একদিন আসে নারীর মন্দিরায়,
হারে মন্দিরায়।
হাল্যাচাবা স্বামী যার, কি না সুখের কপাল তার,
সন্ধ্যা লাগ্‌লে আস্যা বসে নারীর মন্দিরায়,
হারে মন্দিরায়।

৬ঃ

চাপান ধূয়া

অধম ছোরমান আলি কয়, আন্‌কা ধূয়ো বেঁধে গাওয়া
আমার সাধ্য নয়।

চার চিজে হয় দেহ পয়দা, কোন চিজ তখন কোথায় রয়?
আগেতে হয় চক্ষু পয়দা; পিছেতে নাক পয়দা হয়,
আতশে মগজ পয়দা, খাকীতে দেহ পয়দা হয়।
যেদিন শমন আস্‌বি ভার, সঙ্গের সাথী
কেউ হবে না পুত্র পরিবার।

কালশমনে ধরিয়া নিবে একলা গোরের মাঝার,
অধম ছোরমান আলী বাঁধ্‌ছে ধূয়ো
পয়ার মেলা বিষম ভার।

দিনের দিন গত হইল, সকলে হওরে হুসিয়ার।
ও দলের "ধরতা" কয়জনা, লালখলিল,
কিছু, কদম ওরাই তিনজনা।

লাল খলিলের সঙ্গে মেরা পাল্লা দেওয়া হলনা,
সে কথা বলে পাজার মতন, এক কথাও তার
ঠিক মেলে না।
অনুমানে বুঝ্‌তে পারলাম নিতান্ত শয়তানের পোনা।

৬৭

রসের ধুয়া

আল্লা যারে ব্যাটা কোলে গ্যায়
খুসী হয় তার বাপ মায় ;
খুসী হয়্যা আল্লার আগে কয়
আমি নালিশ করি ওগো আল্লা
বেটা যেন আমার বাঁচিয়ে রয়।
ইষ্টিকুটুম দরদবন্ধু আল্লা রাখো 'বরজায়'।
দিনে সুখে ব্যাটার বিয়্যা গ্যায়
পরের মায়া আন্যা গ্যায়
সেই ঘরেতে রসের ময়না রয়
চেক্‌না সুরে কয়না কথা, চোক্ ঢুলিয়ে আর
কাঁদিয়ে কয়
এত জ্বালা কাং শরীরে সয়।
বুড়্যা বুড়ীর 'ক্যাণ ক্যাণির' জ্বালায়
শরীর কালা হয়ে যায়।
কইযে পতির চরণ ধরি
তুমি আমার গলায় দেও ছুরি
নইলে দরিয়ায় ঝাঁপ দিয়ে মরি
এই কথাটী শুনে বড়, উঠলো বড় রাগ করে
বুড়্যাবুড়ীর কিসের ঘরবাড়া

তুমি ন্যাও বুঝ্যা হাঁড়ি।
চাইলে দিস্‌না খর 'আলোপাতা'
তোর বাপ মার কি এমনি কথা
চাইলে পাইনা খর আলোপাতা।
মুক্ নাড়ে 'পাঙাশের মত, পান চাবায়
আর ক্যানক্যানায়
এত জ্বালা কার শরীরে সয়।

৬৮

জাগ্‌গান

পাবনা জিলার নানা পল্লীতে জাগ্‌গান প্রচলিত আছে। রাখাল বালকগণ পৌষ মাসের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত রাত্রিকালে বাড়ী বাড়ী পল্লীর নিরক্ষর অজ্ঞাত কবি রচিত গান গায় এবং ভিক্ষা লয়। এই ভাবে সমস্ত পৌষ মাস গান গাহিয়া যে সমুদয় পয়সা, চাউল, ডাউল প্রভৃতি পায় তাহাই দিয়া পৌষ সংক্রান্তির দিনে নিজেরা মাঠে পাক করিয়া খায়। এই ধরণের গান অন্য কোন জিলায় প্রচলিত আছে কিনা, এবং থাকিলে উহা কি ধরণের ও কি বিষয় লইয়া রচিত, তাহা আলোচনা হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন। এই প্রথাটী দিন দিন লোপ পাইতেছে। আমার মনে হয় অল্প দিনের মধ্যেই এই দীর্ঘকালপ্রচলিত প্রথা চিরতরে লোক চক্ষুর অন্তরাল হইয়া যাইবে। এই প্রথা কোন্ সময় হইতে আমাদের বাঙলায় প্রচলিত তাহাও আলোচনা

করিবার যোগ্য। এই সব গানের রচনাকাল বাঙলায় মুসলমানগণের প্রতিপত্তির সময়কার বা তার পরবর্ত্তী সময়কার এবং ইংরেজ আমলের পূর্ব্বেকার, তাহার কারণ ইহার ভাষা আরবী, ফারসী ও উর্দ্দু শব্দবহুল। ইংরাজী পল্লী গাথার সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

ধূয়া

এমা দয়া নাইরে তোর,
মা হয়ে কেন বেটায় সদা বলো ননী চোর।

কেষ্ট যায়, মা বিষ্ণুপুরে, যশোদা যায় ঘাটে,
খালি গৃহ পেয়ে গোপাল সকল ননী লোটে।
"ননী খা'লো কেরে গোপাল ননী খা'লো কে ?"
"আমিত মা খাই নাই ননী বলাই খা'য়েছে।"
"বলাই যদি খাইতো ননী থুতো 'আদা' 'আদা'
তুমি গোপাল খাইছো ননী ভাণ করেছো সাদা।"
ছড়ি হাতে নন্দরাণী যায় গোপালের পিছে।*
একলাম্ফ উঠলেন গোপাল কদম্বেরই গাছে।
পাতায় পাতায় ফেরেন গোপাল ডালে না দেয় পাও,
গাছের নীচে নন্দরাণী থরে কাঁপে গাও।

* বঙ্গবাণী (জৈষ্ঠ, ১৩৩১) ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সেন মহোদয় লিখিত "মারাঠী ও বাঙ্গলী" প্রবন্ধে যে পল্লীগাথা প্রকাশিত করিয়াছেন তাহার সহিত তুলনীয়।

"নামো নামো ওরে গোপাল পাড়া সেই তোর ফুল,
কদম্বেরই ডাল ভাঙ্গিয়ে মজাবি গোকুল।"
"নামি নামি ওরে মারে একটি সত্য করো,
নন্দ ঘোষ যে তোমার পিতা যদি আমায় মারো।"(?)
'তা কি আর হয়বে গোপাল তা কি আর হয়,
নন্দঘোষ যে তোমার পিতা সর্ব্ব লোকে কয়।"
নালা ভোলা দিয়া গোপাল গাছ হতে নামা'ল,
গাভী 'ছাঁদা" রসি দিয়ে দুই হস্ত বাঁধিল।

ধূয়া

এমা দয়া নাই তোর,
এত সাধের নীলমণি বান্ধা রইল তোর।

কিব বন্ধন বাঁধ্‌লি মারে বন্ধন গেল কসে,
বন্ধনের তাপে মারে লোহু চল্‌লো ভেসে।
কিবা বন্ধন বাঁধ্‌লি মারে বান্ধনের জ্বালায় মরি,
কাঁচা ডোরের বন্ধন মারে সহিতে না পারি।
কিবা বন্ধন বাঁধ্‌লি মারে বন্ধন পিটে মোড়া,
বন্ধনের তাপে মা রে ছুটলো হাড়ের জোড়া।
তাতে যদি শোধ না হয় আর এক সত্যকরি,
নন্দঘোষের ধেনু রেখে দিব ননীর কড়ি।
তাতে যদি শোধ না হয় আর এক সত্য করি,

হাতের বালা বন্ধক থুয়ে দেব ননীর কাড়ি।
তাতে যদি শোধ না হয় আর এক সত্য করি,
বাড়ী ছেড়ে যাবো আমি মামাদের বাড়ী,
মামাদের গরু রেখে দিব ননার কাড়ি।
ঐ কথাটী শুনে মার একটু দয়া হ'ল,
হাতের বন্ধন ছেড়ে দিয়ে গোপাল কোলে নিল।

৬৯

নীলার বারাস্যা

এই বারাস্যা (বারমাসী) গানটী পাবনা জিলার চর-খলিল পুরের জসীম খাঁ সাহেবের নিকট হইতে সংগৃহীত। বারাস্যা গানগুলি কৃষকগণের অতিপ্রিয় গান, ধান পাট নিড়াতে ও কাটিতে তারা এ গান গাহিয়া পল্লীমাঠ মুখরিত করিয়া তুলে।

সম্প্রতি রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন মহোদয়ের সম্পাদকতায় যে "পূর্ববঙ্গগীতিকা" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে নীলার বারাস্যার এক অংশ পাওয়া যাইবে। এই বারমাসী গানটী কবি জসীম উদ্‌দীন সাহেব সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাতে এই গানের একভাবমূলক কতকগুলি ছত্র আছে। যথা

তার দিব তরু দিব রে পায়েতে পাশলী।
গলেতে তুলিয়া দিব নীল্যা সুবর্ণ হাসলী॥

কানে দিব কর্ণফুল হা রে নাকে সোনার বেশর।
(ওরে) আরও কর্ম্ম কুইচ্যারে দিব যেমন ভ্রমরা পাগল॥

(পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা, পৃঃ ১৩৫)

এবং "অষ্ট অলঙ্কারের" উল্লেখও আছে। এই গানটী যেন পল্লীপুষ্পের ন্যায় কোমল, পেলব এবং মধুর ভাবময়। এই ধরণের যে কত গান রহিয়াছে তাহা কে বলিবে?]

নীলা ও সুন্দর রে ও আমার নীলা নুতুন করোল রে
তুমি ধোপ-কাপড়ে লাগাইছো কালির মৈলাম রে।
এ না কালির মৈলাম রে ও মোর সাধু সাবানে উঠাবো রে
আমর মনের কালি না উঠে জনমে রে।
ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া রে ও মোর নীলা সাজালাম বাঙ্গালা রে
আমাব দাড়ী-মাল্লা বস্যা ন্যায় দরমা রে।
সীতপাটি বেচ্যা রে ও মোর সাধু দাড়ী-মাল্লারে দেবো রে
তুমি আরো ছয়মাস রহিবা ও আমার ঘরে।
ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া রে ও মোর নীলা সাজালাম বাঙ্গালা রে
আমার দাড়ী-মাল্লা বস্যা ন্যায় দরমা রে।
হাতের বাজু বেচে রে ও মোর সাধু দাড়ী-মাল্লারে দেবো রে
তুমি আরো ছয়মাস রহিবা ও আমার ঘরে।
পাতাজলে নাম্যা রে ও মোর নীলা পাতা মাঞ্জন করে রে।
আমার মনের কালি না গেল জনমে রে।

হাঁটুজলে নামিয়া রে ও মোর নীলা হাঁটু মাঞ্জন করে রে
আমার নীলার পরাণ না নেয় ঘর-বাড়ী রে
বুকজলে নামিয়া রে ও মোর নীলা বুক মাঞ্জন করে রে
আমার নীলার পরাণ না নেয় ঘর-বাড়ী রে।
থুথুজলে নামিয়া রে আমার নীলা থুথু মাঞ্জন করে রে
আমার নীলার পরাণ না নেয় ঘর-বাড়ী রে।
ও সাধু বলে রে একেত আশ্বিন মাসে নিশিভাগ রাতে
নিশির শয়নে দেখি নীলা তুই বড় যুবতী রে।
ও সাধু বলে রে একেতে অগ্রাণমাসে মদনেরই বাড়ি
তোমার সর্ব্বাঙ্গে তুল্যা দেবো অষ্টালঙ্কার।
সাধু বলে রে একেতে পৌষ মাসে রে দু-গুণ পড়ে জার
একেলা ঘুমাও নারী জোড়-মন্দিরার ঘর।
ও নীলা বলে রে এমন নারী নহে আমরা ঘুমাইয়া ভুলি
পর রে পুরুষ নিয়া খেলা নাহি করি।
ও সাধু বলে রে খিল খাড়্যা বঁকমল দেবো পায়েতে বাসলী
মাঞ্জাতে জিঞ্জিরা দেবো গলাতে হাঁসলী।
পরিধান বসন দেবো কামরাঙ্গা সাড়ী
দুইকানে ঝুল-বিস্তার দেবো সোনার মদনকড়ি।
ও নীলা বলে রে শাশুড়ীর দুর্ল্লভ আমার সোয়ামীর পরাণ
পর রে পুরুষ দেখি আমরা বাপ ভাই-এর সমান।
ও নীলা বলে রে একেতে মাঘমাসে গাছে গুয়া পাকা
মোর সাধু আস্‌বে দ্যাশে করবো আমি খেলা।

ফরিদপুর জেলার মেয়েলী গান

বাঙালীর সহজ সরল ও সরস জীবনগতির এক অধ্যায় আমরা এই সব মেয়েলী গানের মাঝে পাই। গানগুলি এত সুন্দর, এত কবিত্বময় এবং এত অনাড়ম্বর যে ইহা আমাদিগকে অতি অল্পেই মুগ্ধ করিয়া ফেলে।

এই গানগুলি কোন্ সময়কার রচনা তা ঠিক্ করা মুস্কিল। তবে এটা সত্য যে, ইহা মুসলমান প্রভাবের বা তার পরের সময়কার। গানগুলির ভাষা অতি সহজ ও সরল লীলাভঙ্গী অতি মনোহর ও চমৎকার, ব্যঞ্জনা বেশ সুন্দর। পদাবলী-রচয়িতা কবি শশিশেখরের ভাষার সাথে এবং রচনা-প্রণালীর সাথে বেশ খাপ খায়, মনে হয় যেন একই ছাঁচে ঢালা ও একই যুগের তৈরী।

এই সব গানে কতকগুলি স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। এগুলি মুসলমান কি হিন্দু কবির রচনা তা নির্দ্ধারণ করা সহজসাধ্য নহে। গানের সাধারণ পোষাক দেখিয়া মনে হয় হিন্দু কবির রচনা; কিন্তু সে ভ্রান্তি ভাষা দেখিয়া অপনোদিত হয়। যাহোক্ বিশেষজ্ঞগণের হাতে এর ঠিকুজী আর গোত্র নিরূপণ করবার ভার দিয়া খালাস পাওয়া যাক।

(১) "কোলের ব্যাসাদ"ঃ—"গঙ্গা মাকে" পার করার জন্য অনুনয় বিনয় করা হইতেছে ; আর মানত করা হইতেছে "ঝাঁপির ব্যাসাদ ও "কোলের ব্যাসাদ" অর্থ—সন্তান। গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ প্রথার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে।

(২) "ঝাঁপির ব্যাসাদ"—অর্থ গহনা-পত্র, টাকাকড়ি।

(৩) "মহীফল রাজা কেটেছে দীঘি, আমি সেই দীঘিতে যাবো।" মহীফল শব্দ মহীপাল শব্দের উচ্চারণ বিভ্রাট। মইপল বা মহীফল উভয় শব্দই গানে শ্রুত হওয়া যায়।

c.f "The founder of this family (Pal) has left a great monument of his reign to the vast pond of Muhee-pall-diggy, in the Dinagepore district."

Vide History of Bengal by J. C. Marshman, Serampore, 1838 Page 2.

(ক)

এটু এটু মসনের ফুল, জামাই বল কতদূর ?
জামাই এল ঘামিয়ে, ছাতি ধর নামিয়ে।
ছাতির উপরে ওকেলা, বিবি নাচে বিমলা।
সাধুরে ননদের বড় জ্বালা।
এক ননদের জ্বালায় জ্বালায় শরীর হ'ল কালা।

(গ)

"গাছের কুলে কি হালে পুরুষে কিসেরই বাদ্য বাজে।
তোমারি সোয়ামী কি হালে নীলা দোসর বিয়ে করে"
"আমি নীলে (?) থাক্‌তে কিসের দুঃখ, কি‍হারে সাধু
দোসর বিয়ে কর।

আমার এক থালার ভাতরে সাধু দুই থালে হ'ল,
এক বাটার পানরে সাধু দুই বাটায় হ'ল,

এক ফুলের বিছানা রে সাধু দুইখানে হ'ল।"
"সোয়ামীরে ব রতে কি হালে পুরুষে কি কি ছামানা
লাগে।"

"সোয়ামিরে বরিতে কি হালে সামিলে সোণার ফুল
লাগে।

সোয়ামীরে বরিতে কি হালে সামিলে সোণার
ধান দুবলা লাগে?"

'সতীনের বরিতে কি হালে পুরুষে কি কি ছামানা লাগে?"
'সতীনের বরিতে কি হালে সামিলে আঁইশটে
কুলে চালন লাগে।"

" কি হারে সাধু কিসের দুঃখের দোসর বিয়ে কর।"
"স'য়া যদি খাবার পার, লো নালে স'য়া বসে খাও,
না যদি খাবার পাও সাথে নায়ারে যাও।"

"একটু সরে শোওরে সাধু তোমার শিথানে একটু বসি,
একটু সরে সোওরে সাধু তোমার পথানে একটু বসি।"
"আমার শিথানে রয়েছে রে নীলে উয়্যার পায়ের জুতা,
আমার পথানে রয়েছে রে নীলে খেঁকি কুত্তার বাচ্ছা।"
ওই না কথা শুনে নীলা ধুলায় লুটায়ে কাঁদে।
ধুলায় লুটায়ে কাঁদেরে নীলে, কোলের জয়ধর কোলে নিল।
ধুলায় লুটায়ে কাঁদেরে নীলে, ঝাঁপির ব্যাসাদ গলায় নিল।
আর কতদূর যায়য়ে নীলে মধ্যি সমুদ্দুর পা'ল।
মধ্যির সমুদ্দুর পেয়ে রে নীলে ধুলায়ে লুটায়ে কাঁদিতে
লাগিল।

"পার কর পার কর রে গঙ্গা মা ঝাঁপির ব্যাসাদ দেব,
পার কর পার কর রে গঙ্গা মা কোলের ব্যাসাদ দেব।
ওই না কথা শুনেরে গঙ্গা মা পার করিয়ে দিল,
এপার হতে ওপার যেয়েরে নীলে ধুলায় লুটায়ে
কাঁদিতে লাগিল।

"পার করলে পার করলে গঙ্গামা জোড়া পাঁঠা দেব,
পার করলে পার করলে গঙ্গামা জোড়া মোষ দেব।"
খবরের আগে খবর গেল নীলের বাপজানের আগে,
খবরের আগে খবর গেল নীলের চাচাজানের কাছে।
আগে পাছে মা বাপ মধ্যি চল্‌লো নীলে।
"কিসের দুঃখে নীলে তুমি হাঁটে নায়ারে এলে?"
"তোমাদের জামাই রে বাবাজান দোসর বিয়ে করে;
তোমাদের জামাই রে চাচাজান দোসর বিয়ে করে।"

(ঘ)

আবের গাছটী কাটিয়া,
চন্দন কাঠটী ঝুরিয়া,
আ'লরে বাছার দামাদ নিহারে ভিজিয়া,
আ'লরে বাছাধন রোদে ঘামিয়া।
বিবি যদি তুমি আপন হও
আবের পাখা নিয়ে হাজির হও,
আবের জুতা নিয়া হাজির হও।
আমি কি সাধু হারে তোমার জুতার যোগ্য,
আমি কি হারে তোমার আবের পাখার যোগ্য ?
আবের পাখা দামাদ বেচিয়া,
আবের আবের জুতা দামাদ বেচিয়া,
আনরে তোমার আবের পাখার মানুষ।

(ঙ)

হলদি কোটা কোটা, জামাই মোটা মোটা।
সেও হলদী কোটবো না, সেও বিয়ে দেব না।
কাঁচা মেয়ে দুধের সর, কেমনি করবি পরের ঘর ;
পরে ধরে মারবি, খাম ধরিয়া কাঁদ্‌বি।
কান্‌ছি কোনা ছিটকীর ডাল, ডাল দিয়া উঠাবি
পিঠের খাল।
মায়ে দিল তেজ কাজল, বাপে দিল শাড়ী,
ভায়ে দিল লাঠির গুতা (?) চল্‌লো ভাতার বাড়ী।

[লাঠির গুতা খাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল, মায়ে প্রবোধ দিতেছেন]

ওমা ওমা কেঁদনা, সানের গালে ভেঙনা।
ছুয়ারে যে ধান টিটি পক্ষী খায়,
সোণার যে জামিরণ শ্বশুর বাড়ী যায়।

(চ)

ও মোর সাধুরে কাঁঠালের সেন ফ্যালায়ে গেল মুচিরে।
আঁধারে কামাও, জোছনায় নায়ও, কি মোর সাধুরে।
প্রভাতে শুখাল বিবির মাথার কেশ ;
আমও তো বলো লো, ও যে ত চালে লো কি মোর সাধুরে
বিনি পাল্কীতে যায়ো না শ্বশুর বাড়ী।

(ছ)

ফুলের সাজি কাঁখে না করেরে বেগম ফেরে গলি গলি
ফুলের সাজি কাঁখে না করেরে বেগম ফেরে রাস্তায় রাস্তায়।
"তোমার ফুলের দামরে বেগম হবে কত টাকা ?"
"আমার ফুলের দামরে রাজার বেটা হবে হাজার টাকা।"
"আমার সাথে চলরে বেগম দিব সীথির সিঁছুর।
আমার সাথে গেলে দিব নাকের নতনী।"
"তোমার সাথে গেলেরে রাজার বেটা মা বলিব কারে"
"তোমার মাতার চেয়েরে বেগম আমার মা জান খুব ভাল।"

"তোমার সাথে গেলেরে রাজার বেটা বাবাজান বলিব কারে?"
"তোমার বাবাজানের চেয়ে রে বেগম আমার বাবাজান ভাল।"
"তোমার সাথে গেলেরে রাজার বেটা চাচাজান বলিব কারে"
তোমার চাচাজানের চেয়ে রে বেগম আমার চাচাজান ভাল।"

(জ)

নিলে ঘোড়া বাঁধরে দামাদ ওরোফুলের ডালে,
নিলে ঘোড়া বাঁধরে দামাদ কেয়াফুলের ডালে।
সেই না ফুল বাড়িয়ে প'ল ছাওয়াল দামাদের গায়ে,
সেই না ফুল বাড়িয়ে প'ল রসিক দামাদের গায়ে।
সেই না ফুল খুটেরে দামাদ বাঁধে কোচার মুড়েয়
সেই না ফুল খুটেরে দামাদ বাঁধে গামছার মুড়েয়।
সেই না ফুল খুটেরে দামাদ পাঠায় বিবির মায়ের আগে।
সেই না ফুল পা'য়ারে বিবির মা কাঁদে মনে মনে,
সেই না ফুল পা'য়ারে বিবির বোন ভাবে দেলে দেলে,
কোথাকার কোন সৈয়দ লুটিয়ে নিবের আ'ইছে।

(ঝ)

ধুঞ্চি ফুলের আটুনী, কুঞ্জে ফুলের ছাটুনী
চম্পাফুলের গিরিল বাগিয়ে।
ছাড়ে দেওরে কালেনি, ছাড়ে দেওরে মালেনি,
ছাড়ে দেও আমার টাউন ঘোড়ার লাগাম,
ছাড়ে দেও আমার চলন ঘোড়ার লাগাম।

আমি ফিরে আস্‌তি খাব বাটার পান
অমি ফিরে আস্‌তি কব দু'চার কথা'।"
মায়ে ত বলেরে, ও ফুল মালারে,
তুমি ঘরে আসে খাও দুধ ভাত।
"অওত ভাত খাব না, অওত ঘরে যাযোনা
আমার মন চলেছে কালাচাদের সাথে"
আমার মন চলেছে নীলা ঘোড়ার সাথে।
মায়েত বলেরে ও আল্লা রসুলরে
বেটি জন্ম না হয় কার ঘরেরে।

(ঐ)

স্ত্রী— "ঝাঁকে উড়ে ঝাঁকে পড়ে
সাধু উয়্যারে বলে কি ?"
স্বামী— "তোমার বাবা মিলায়েছে বাজার
খাড়ায়ে তামাসা দেখ।
ঐনা বাজারে কিনিব সিঁদুর
পরিয়া নায়ারে যায়ো।
কিসের জন্নি নায়ারে যাবেরে
প্রিয়া, আমার "পুরণী" নাই ঘরে
কিসের জন্নি যাবারে নায়ারে
আমার জননী নাই ঘরে।"
"ঝাঁকে উড়ে ঝাঁকে পড়ে
সাধু উয়্যারে বলে কি ?"

"ঐ না বাজারে কিনিব নত্থী
পরিয়া নায়ারে যায়ো।

(ট)

স্ত্রী— ভাত ত কড় কড়, ব্যন্নুন হ'ল বাসি,
ভাইধন আইছে রে নিবার রে
সাধুরে আমার নায়ার খাবার দাও।

স্বামী— তুমি যাবে নায়ারে, রে ফুলমালা,
আমার ভাত রাধবে কেডা,
তুমি যাবে নায়ারে, রে ফুল মালা,
আমার পান বানাবি কেডা ?

"ছয় মাসের ভাত রে সাধু আমি ছয় দণ্ডে রাধিব
ছয় মাসের পানরে সাধু আমি ছয় দণ্ডেই দেব।"

"তুমি যাবে নায়ারে রে ফুলমালা
আমার বেছানা দিবে কেডা ?"

"ছয় মাসের বিছানারে সাধু এক দণ্ডেই দেব।"
„তুমি নায়ারে গেলেরে ফুলমালা
আমার কথা কইবে কেডা ?"
"ছয়মাসের কথারে সাধু আমি এক দণ্ডেই দে'ব।"

মুর্শিদাবাদ জিলার মেয়েলী গান

মেয়েলী গানগুলির মধ্যে একটা সরস ও কোমল প্রাণের অভিব্যক্তি পাওয়া যায়। এই গানগুলি অত্যন্ত অনাড়ম্বর ও ইহার সহজ সুরে আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলে। সত্যই এই গানগুলির মধ্যে বাংলার মেয়েদের প্রাণের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। কে এই গানগুলি রচনা করিয়াছেন তাহা এক্ষণে জ্ঞাত হওয়া সম্ভবপর নহে, তবুও এই গান-গুলি কবিত্ব রস-ধারায় অভিষিক্ত।

এই সঙ্গে তিনটী গান প্রকাশিত হইল। এই গানগুলি মুরশিদাবাদ জিলার মেয়েরা গাহিয়া থাকেন। শুনিয়াছি কাজে মশগুল রহিয়াছেন, আর গুণ গুণ করিয়া ইহার দুই চারি ছত্র গান করিতেছেন।

এই গানগুলির বিষয় অতি সাধারণ, ইহাতে কোন বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য নাই। প্রথম গানটী বেহুলাকে লইয়া রচিত: বেহুলা কে তাহা আমাদের জানিবার প্রয়োজন করে না। বড় ভাই ছোট বোন বেহুলাকে খেলাইতে যাইতে নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বেহুলা

খেলাইবার সাজসরঞ্জাম লইয়া বাহির হইল, মাটির ঘর তৈয়ারী করিল। এমন সময় নাপিত (=লাপিত) আসিয়া অনর্থক তাহার ধূলার ঘর ভাঙ্গিয়া দিল এবং তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। সে আশ্বাস দিয়া বলিল,

"কাদার চুকার বদলে বেহুলা সোণার চুকা দিব হে,
ধুলার ঘরের বদলে বেহুলা দালান কোঠা দিব হে।"

বোধ হয় সুন্দরী বেহুলার ঘটকের কাজ করিয়া লোভী ঘটক কিছু লাভ করিবার আশায় এই আত্মীয়তা দেখাইতেছে।

দ্বিতীয় গানটীর মর্ম্ম অতি চমৎকার। ভাই ডোলা (=পাল্কী) সাজাইতেছে, কিন্তু বোন কিছুতেই যাইতে রাজী নহে। আমগাছ কাটিয়া ডোলা সাজাইল, জাম গাছ কাটিয়া ডোলা সাজাইল, তবু সে যাইবে না। ভাই নিরুপায় হইয়া তাহাকে নানাবিধ অলঙ্কারের প্রলোভন দেখাইল, কিন্তু তাহাতেও তাহার মন টলিল না। সে সমস্ত অলঙ্কারগুলি তাহার ভাবীসাহেবাকে দিতে বলিল। গানটীর মধ্যে অতি কচি মনের একটা বিফল প্রয়াসের করুণ ছবি পাওয়া যায়। ইহার ধূয়া, "ভায়া না যাব ডোলাতে" অতি নিবিড় ভাবে আমাদিগকে বেদনাহত করে। রবীন্দ্র-নাথের "যেতে নাহি দিব" কবিতাটীর মধ্যে যে করুণ চিত্র উজ্জ্বলভাবে ধরা পড়িয়াছে, ইহার মধ্যে তেমনি একটা

সজল আঁখিপল্লবের চিত্র রহিয়াছে। কিন্তু সে যাবনা বলা সত্ত্বেও যে তাহাকে যাইতে হইয়াছিল তাহা ধ্রুব সত্য।

তৃতীয় গানটীতে একটু রসিকতা করিবার ইচ্ছা নিশ্চয়ই রচয়িতার মনে ছিল। নতুবা তিনি তুর্লভের দামাদকে রাজপথ দিয়া লইয়া আসিয়া নানাবিধ সুপেয় খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করিলেন, অথচ দামাদের পিতার আগমনের পথ যেমন অপথ, তাঁহার বসিবার আসন যেমন অযোগ্য, তেমনি তাঁহার খাদ্য সামগ্রী অনাহার্য্য। গ্রামে যে এখন বৈবাহিককে লইয়া ঈদৃশ্য রসিকতার অভাব নাই তাহা বলা বাহুল্য।

এই গানগুলি সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। পাঠক নিজেই ইহার রস-ভোক্তা হউন।

(ক)

বড় ভাইয়ে কহিছে বেহুলা না যাইয়ো খ্যালায়তে হে।
ঘরে নাকি যায়্যা বেহুলা খ্যালাবার চুকো ল্যায়য়ো হে।
আরো নাকি চুড়ে বেহুলা খ্যালাবার সংধ্যাণী হে।
ঘরের বাহির হতে বেহুলাকে চালের বাধা লাগে হে।
বাড়ীর বাহির হতে বেহুলার লাপিতের সঁনে ছ্যাখা হে।
একো হাঁকো ছ্যায়ো লাপিত আগুনে বাঁওনে হে।
আরো হাঁক ছ্যায় লাপিত বেহুলার সামনে হে।
একো লাত দিয়া লাপিত বেহুলায় চুকায় ভাঙ্গে হে।

আরো লাত দিয়া লাপিত ধুলার ঘরো ভাঙ্গে হে।
কাদার চুকার বদলে বেহুলা সোনার চুকায় দিব হে।
ধুলার ঘরের বদলে বেহুলা দালান কোঠা দিব হে।
ধুলা না ঝাড়িয়া লাপিত কোলে তুল্যা লিল হে।

*   *   *   *

(খ)

আম গাছি কাটিয়া ভায়া ডোলা সাজালেরে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
জাম গাছি কাটিয়া ভায়া ডোলা সাজালেরে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
সিথ্যার মানান সেন্দুর দিছি বহিন ডোলাতে চড়রে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
হামারিনা সেন্দুর ভাইরে ভাবিকে শোভিবেরে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
কপালের মানান টিক্‌লি দিছি বহিন ডোলাতে চড়রে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
হামারিনা টিক্‌লি ভাইরে ভাবিকে শোভিবেরে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
গলার মানান তাবিজ দিছি বহিন ডোলাতে চড়রে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
গলার মানান তাবিজ ভায়া ভাবিকে শোভিবেরে
ভায়া না যাব ডোলাতে।

গায়ের মানান বড়ি দিছি বহিন ডোলাতে চড়রে

ভায়া না যাব ডোলাতে।

হামারিনা বড়ি ভাইরে ভাবিকে শোভিবেরে

ভায়া না যাব ডোলাতে।

ড্যানার মানান বাজু দিছি বহিন ডোলাতে চড়রে

ভায়া না যাব ডোলাতে।

হামারিনা বাজু ভাইরে ভাবিকে শোভিবেরে

ভায়া না যাব ডোলাতে।

সোনার জোড়া চুড়ি দিছি বহিন ডোলাতে চড়রে

ভায়া না যাব ডোলাতে।

হামারিনা চুড়ি ভাইরে ভাবিকে শোভিবেরে

ভায়া না যাব ডোলাতে ;

সোনারিনা আংটি দিছি বহিন ডোলাতে চড়রে

ভায়া না যাব ডোলাতে।

হামারিনা আংটি ভাইরে ভাবিকে শোভিবেরে

ভায়া না যাব ডোলাতে।

নাকের মানান দোলক দিছি বহিন ডোলাতে চড়রে

ভায়া না যাব ডোলাতে।

নাকের মানান দোলক ভায়া ভাবিকে শোভিবেরে

ভায়া না যাব ডোলাতে।

মাজার মানান গোট দিছি বহিন ডোলাতে চড়রে

ভায়া না যাব ডোলাতে।

হামারিনা গোট ভায়া ভাবিকে শোভিবেরে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
পায়ের মানান মল দিছি বহিন ডোলাতে চড়রে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
হামারিনা মল ভাইরে ভাবিকে শোভিবেরে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
কত সুন্দর সাড়ি দিছি বহিন ডোলাতে চড়রে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
হামারিনা সাড়ি ভাইরে ভাবিকে শোভিবেরে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
গায়ের মানান চাদর দিছি বহিন ডোলাতে চড়রে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
গায়ের মানান চাদর ভাইরে ভাবিকে শোভিবেরে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
আগের বছরে বহিন দিব তোমার বিহারে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
চড় নাকি চড় বহিন না করিও ওজর রে
ভায়া না যাব ডোলাতে

(গ)

আগার দিয়া আইল বিহাই পাগার দিয়া আইল বিহাই পো,
সরান দিয়া আইল দুলোবের দামান্দ নারে।

কিসেবা বস্‌তে দিব বিহাইকে কিসেবা বস্‌তে দিব
বিহাই পোকে,
কিসেবা বস্‌তে দিব ছুলোবের দামান্দকে নারে।
মোড়াতে বস্‌তে দিব বিহাইকে, মাচ্যাতে বস্‌তে দিব
বিহাই পোকে,
ম্যাচে না বস্‌তে দিব ছুলোবের দামান্দকে নারে!
কিসেবা পানি দিব বিহাইকে, কিসেবা পানি দিব বিহাই
পোকে,
কিসেবা পানি দব ছুলোবের দামান্দকে নারে।
লোটাতে পানি দিব বিহাইকে, বধনাতে পানি দিব
বিহাই পোকে,
ঝারিতে পানি দিব ছুলোবের দামান্দকে নারে।
কিসের বা তেল দিব বিহাইকে, কিসের বা তেল দিব
বিহাই পোকে,
কিসের বা তেল দিব ছুলোবের দামন্দকে নারে।
রায়েরি তেল দিব বিহাইকে, মসিনার তেল দিব
বিহাই পোকে,
ফুলেরিনা তেল দিব ছুলোবের দামান্দকে নারে।
কিসের বা ভাত দিব বিহাইকে, কিসেব বা ভাত দিব
বিহাই পোক,
কিসের বা ভাত দিব ছুলোবের দামান্দকে নারে।

সামারী ভাত দিব বিহাইকে, কোদার না ভাত দিব
বিহাই পোকে,
বাঁস্‌ফুলের ভাত দিব তুলোবের দামান্দকে নারে।
কিসেরি ডাইল দিব বিহাইকে, কিসেরি ডাইল দিব
বিহাই পোকে,
কিসেরি না ডাইল দিব তুলোবের দামান্দকে নারে।
মটরের ডাইল দিব বিহাইকে, মসরির ডাইল দিব
বিহাই পোকে,
সোনা মুগের ডাইল দিব তুলোবের দামান্দকে নারে।
কিসেরি মাচ দিব বিহাইকে, কিসেরি মাচ দিব বিহাই
পোকে,
কিসোর মাচ দিব তুলোবের দামান্দকে নারে।
সোলেরি মাচ দিব বিহাইকে, গজাড়ের মাচ দিব
বিহাই পোকে,
পেটি ইলসার মাচ দিব তুলোবের দামান্দকে নারে।
কিসেরি পান দিব বিহাইকে, কিসেরি না পান দিব
বিহাই পোকে,
কিসেরি না পান দিব তুলোবের দামান্দকে নারে।
কচুর না পান দিব বিহাইকে, ভ্যাটেরিনা পাত দিব
বিহাই পোকে,
ছাঁচি পানের খিলি দিব তুলোবের দামান্দকে নারে।

পাবনা জিলার মেয়েলী গান

(ক)

ওপার দিয়া যায় কে ভোরে
ছাতি মোড়ে দিয়া
তোর না বিটিক্ মারত্যাছে
লোহার ডাঙ্গ দিয়া।
থাকো বিটি থাকো বিটি কিল গুড়ি খা'য়্যা;
আগুন মাসে নিমু তোমায়
কাঁহ্যা ধান কাট্যা।
কাঁহ্যা ধান চুটুর মুটুর
চ্যাঁপা ধানের খৈ;
লম্বা লম্বা সব্‌রী কলা
গোয়াল-মারা দৈ।

(খ)

আলুর পাতা থালু থালু
ভ্যান্দার পাতা দৈ
সকল জামাই খায়্যা গ্যালো
মা'জল্যা জামাই কৈ ?
আস্‌ত্যাছে আস্‌ত্যাছে শোলাবন দিয়া
শোলার শাক ভাজ্যা দিব
ঘেরতো মধু দিয়া
বা'র বাড়ী গুয়ার গাছ কর়ড় মরড় করে,
তারি তলে জামাই বসে অধিবাস করে।

(৭৩)

জাগ, জাগ্‌রে পামর মন ;
জাগিয়া রইও।
কলির কয়টা দিন মন,
সাবধানে রইও।
মন—মন. জাগ, জাগ।
জাগিতে জাগিতে রে মন চক্ষে আইল নিঁদ,
নবরত্ন কোঠার মধ্যে চোরায় দিলে সিঁধ ;
মন—মন, জাগ, জাগ।
সিঁধ না দিয়ারে চোরা এদিকে ওদিকে চায়,
সকল ধন থাকিতে চোরা মাণিক লইয়া যায়,
মন—মন, জাগ, জাগ।
উড়ি উড়ি যায়রে শুয়া* ফিরি ফিরি চায়,
না জানি খাকের দেহের কিবা গতি হয়।
মন—মন, জাগ, জাগ।

(৭৪)

ওরে আবাধের মন রে!
ও মন ছাড় বৈভবের মায়া রে।
একায় এসেছ ভবে
একায় মন তোক যেতে হবে রে,
মন, ছাড় বৈভবের মায়া রে।
স্ত্রী-পুত্র বান্ধব যত

*শুয়া—পক্ষী বিশেষ।

কেহই নয় মন তোর অনুগতরে,
তার সঙ্গে কেউ তো যবেনা রে,
তা'রা ম'লে করবে দু'দিন শোক রে ;
ওরে অবোধের মন রে ।

(৭৫)

দিন যাবে মন, কাঁদবি রে বসে,
হায়রে তোমার কাঁদন কেউতো শুনবে না ;
কাঁদন কেউ তো শুন্‌বে না
হায়রে কাঁদন কেউ তো দেখবে না ।
মনরে
আরে একদিন যাবে দুঃখে আর সুখে,
চিরদিন তো সমান যাবে না ।

(৭৬)
(গুরু)

ওরে হাজারী কয়, মায়ার ভু'লে
ও তোর সাধন হৈল না ।
ও তোর সাধন হৈল না ।
ও তোর ভজন হৈল না ।
আরে হীরের দরে কিনলেম রে জিরে,
থাক্‌ মোনাফা আসল মিলে না ।
অসময় ঘাটে গেলে নিতাই
পার তো করবে না ।
নিতাই পার তো সরিবে না,

হায়রে নিতাই নৌকায় তুলবে না,
দিন যাবে মন, কাঁদবিরে বসে,
হায়রে তোমার কাঁদন কেউতো শুন্‌বে না।

(৭৭)

ডুবিল মোর মনের নৌকা রে!
কি-ও নৌকা ঠেকিল বালু চরে রে,
ডুবিল মোর মনের নৌকা রে।
ডুবঁ ডুবঁ* করিয়া নৌকা ঠেকিল বালুচরে,
ওরে; কে আছে আপনার জন, তুলিয়া লবে কোলে রে
ডুবিল মোর মনের নৌকা রে।
ওরে অখুটা † সিমিলার ‡ নৌকা দীঘল
সল্‌ সল্‌ করে,
পাপেতে হৈয়াছে ভারী রে
নৌকা শুকানেতে মরে রে
ওরে শাল বাড়ীয়া শালের নৌকা
গুড়া বা সারি সারি!
কাগা হৈল নার কাণ্ডারী
শগুন হৈল ব্যাপারী রে।
পাপে পুণে ভরিনু রে নৌকা
তরিয়া যাবার আশে।
পাপের নৌকা টল্‌মল্‌ টল্‌মল্‌
পুণের নৌকা ভাসে রে॥
ডুবিল মোর মনের মনের নৌকা রে।

---

* ডুবঁ ডুবঁ—ডুবু ডুবু। † অখুটা—অকাঠ ‡ শিমিল—শিমুল তরুর।

৭৮

ও দরদী সাঁই
আমি কিয়ের লাগি আইলাম হেথা
কিছুই ঠিকঠিকানা নাই।
পরথম ছিলাম তোমার ঘরে
এক্ষণে আইলাম পরের দ্বারে
পর মোর হইল ভাই!
এখন পরের ব্যাগার খাট্যা মরি
পরের অন্ন খাই।
ছয় পর আছে ছয় দিকেতে,
বাঁধে মোর দিনে রাতে,
কতই দুঃখ পাই।
তবু তাদের লাগি ভিক্ষা মাগি
ছুটিয়া বেড়াই।

৭৯

প্রেমের ভাব কি সবাই জানে!
প্রেমের প্রেমিক সাধক যারা,
জীউতা মানুষ হয় গো মরা,
তাহার নাগাল পা'লে আমরা,
ভক্তি দিই তার প্রেম চরণে।

প্রেমের ঘরে প্রেমের আসন,
জানে শুনে কর সাধন,
অর্দ্ধচন্দ্র দিব্য দরশন,
দেখা পাবি যোগ সাধনে।

প্রেমের দেশে প্রেমের মানুষ,
জানে তারা আগম নিগম,
প্রেমুন (?) তারা রূপসনাতন,
ফকির হ'ল ভাই দুই জনে।

আজিম অতি মূঢ়মতি,
বাসনা তার প্রেমের ভক্তি,
নাইক রসের সাধন শক্তি
নীরসে রস হবে কেনে ?

৮০

পিয়ারের খসম, খসম আমার আইলা না
কইয়া গেলে কাইলার হাটে যাই।
তিন দিন বাদে আস্‌বে গো খসম আমার
মানুষের উদ্দেশ নাই।
কোন বাঘ ভালুকের দেশে বা গেলা
তুমি জান বাঁচাইতে পাল্লা না।

যখন আমার মন হয় উতালা
ঘরের পাশে কাঁদিগো বসে কত্থু গাছতলা,
ও আমার কত্থু গাছে ধরছে গো কত্থু
তুমি ছালুন চাইখা গেলে না।
যখন আমি গোছল করবার যাই,
আমার দুচোখ দিয়ে ঝরে গো পানি
আমার খসম বাড়ী নাই।
তোমার বিবিজানের বিচ্ছেদের ছুরত
তুমি আপন চক্ষে দেখলা না।

৮১

প্রেমের মানুষ বিনে কে জানে
ও সে প্রেমে মত্ত হ'য়ে আছে গোপনে।
সে প্রেমের এমনি ধারা,
জানে প্রেমের রসিক যারা,
সে প্রেমে মজ্‌রে তোরা গোপনে।
প্রেমের বাক্‌সোর মদ্দি মানুষ আছে একজনা,
চাবি ছোড়ানী নিয়ে গেলে কালের ভয় রবে না
কাসিম কয় এমনি হারা,
কঠিন সেই মানুষ তোলা,
সখা কর বারিতালা
সেই জানে মানুষ কোন খানে।

৮২

সে ঘরের আঠ কুঠুরী,
দরজা সারি সারি,
করেছে কি কারিগরী,
বলিহারী কুদরত তাঁর।
ঘরামীর উদ্দেশ করা ভার।
সে ঘরের চিলে কোঠা,
সপ্ত তলায় আয়না, আটা,
তার রূপের ছটা চমৎকার!
ঘরামীর উদ্দেশ করা ভার।
মাণিক মুক্তা লাল জওহরা,
সেই ঘরে আছে পূরা,
ষোল জনা দেয় পাহারা,
দুইজনে তার চৌকিদার।
ঘরামীর উদ্দেশ করা ভার।

৮৩

ঘরের মধ্যে ঘর বেঁধেছে লো সাই চৌদ্দ ভুবন জোড়া,
আবের ঘরমে আবের আড়া, আবের পরে রইছে খাড়া
চার নূরেতে দেয় পাহারা, কলে দিচ্ছে মুড়া।
কি কব ঘরামীর কথা, হস্তপদ নাইক মাথা,
মুখ দেখিলে কয় সে কথা
বেজন্মা সেই ছোড়ারে।

৮৪

আছে পূর্ণিমার চাঁদ মেঘে ঢাকা।
চাঁদের নীচে বিন্দু সখা,
মেঘের আড়ে চাঁদ রয়েছে
মেঘ কেটে চাঁদ উদয় করা ;
সেডা কেবল কথার কথা।

মদন বলে অন্ধিকারে
বন্দ হ'য়ে রলি একা,
যাহার আছে মুরশিদ সখা
সেই সে পাবে চাঁদের দেখা।

৮৫

ওকি সামান্যে তার মর্ম্ম পাওয়া যায় ?
ওতার হৃদি কমলে উদয় হলে অজান খবর জানা যায়।
দুধে যেমন ননী থাকে,
ধরে খায় রাজ হংস হ'য়ে,
কারো মন যদি চায় সাধু হতে
ঐ সে রাজহংস সে কয়
ওকি সামান্যে তার মর্ম্ম পাওয়া যায় ?

পাথরেতে অগ্নি থাকে,
বাইর কর্‌্যা ন্যাও ঠুকনী ঠুকে,

বোকা লালন চাঁদ তাই কয়
সামান্যে কি তার মর্ম্ম পাওয়া যায়।

৮৬

ধরবিরে অধর জানবিরে অধর
ধরবি সে আলেক মানুষ আগে তার পাটনী ঠিক কর।
আসমানে পাতালে পাত ফাঁদ,
যোগিনী ধরতে হবে গগনের চাঁদ,
মনে প্রাণে ঐক্য হলে তারে পাওয়া যায়
মদন শা ফকিরে বলে সময় বয়ে যায়।

৮৭

একবার সাধুর সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে ডুবা দেখরে মন।
গোড়া ধর্‌য়্যা সাধন কর্‌লে, অমূল্য ধন আপনে মেলে,
হায়রে
ডাল ধরে তার গুণতে গেলে, হয় না নিরুপণ।
বিশ্বাস করলে যে ধন পাবি,
সাধন করলে তাই কি হ'বে হায়রে।
সুখ সাগরে ডুব্যা রইবি প্রফুল্ল জীবন।
সাধুর সঙ্গে নিলি মেলা,
দূরে যাবে সকল জ্বালা হায়রে,
গোপাল বলে প্রেমের গোলা
ওসে খোলা সর্ব্বক্ষণ।

৮৮

ধূয়া গান

আন্‌কা ধূয়া বেঁধে গাওয়া
আরে ও আমার শক্তি নাই।
চুল পাকে দাঁত পড়ে গেছে
কোন দিন মরে যাই।
হায়রে হায় বসে ভাবছি তাই।
চোতের শেষে বৈশাখ মাসে
ম'ল সোদ্দের ভাই,
ওরে ও ভাই বলিতে
আরে ও আমার লক্ষ্য নাই।

ভাইএর কথা হৃদয় গাঁথা
আরে ও সদাই হয় মনে,
দিবানিশি বসে কাঁদি
বিচ্ছাদ আগুনে।
ইচ্ছা হয় মনে
যাই ভাই অন্বেষণে।
যার মরেছে সোদ্দর ভাইরে
সে কেবল জানে
অন্য লোকে জানবে কেমনে।
পাছে আ'লি আগে গেলি
আরে ও আমারে ফেলে,

শিশু ছেলে রোদন করে
বাপজী বাপজী বলে।

তোরে না দেখলে
প্রাণ যায় জ্বলে।

তুমি বিনে এত দুঃখ আমার কপালে।
কোলে আয়রে মিঞাভাই বলে।

৮৯

জারীগান

হানেফ বলে আয় মোর কোলে জয়নাল বাছাধন,
ওরে যেনা পথে দিছিরে দুই ভাই জোরের ভাই এমামহোছেন
সেই না পথে যাবোরে আমি করো আমার গোর কাফন।
রাম লক্ষণ গেছেরে বনে অযুধ্যা ছেড়ে,
ঐ রকম গেছে রে দুই ভাই মদিনা শূন্য করে।
ভাই ভাই বলে ডাক্‌ছে হানেফ আর কি প্রাণের ভাই আছে
যে বলের বল কলে'ম রে জয়নাল, সে বল ভেঙেছে,
যার বলের বল করছো তুমি সে বল কি আমার আছে।
জহর গুলে আনরে জয়নাল জহর খেয়ে যাই মরে।

৯০

চিলার বারোমাসী

কাঁদে চিলা পদ্মরমণী লয়ে সখিগণ
বেলন কাষ্ঠের থাম্বা ধরিয়া রোদন।
আহারে বৈদেশী সাধু তুই বড় নিষ্ঠুর,
বঞ্চিত করলি মুখের অন্ন সিঁথ্যার সিন্দুর।
অগ্রাণ মাসেতে চিলালো নারী খ্যাতে পাকা ধান,
খাও আর বিলাও লো চিলা ভাত আর পান।
খাও আর বিলাও লো বর্ষকালের ধন,
শেষ কালের জন্য রাখিও সম্বল।
এও মাস গেল চিলার না পুরিল আশ,
নবরঙ্গ নউলী যৌবন সামনে পৌষ মাস।
পৌষ না মাসেতে চিলালো নারী হামেলা,
চিলা নারীর যৈবন দেখ্যা গুঞ্জরে ভ্রমরা।
গুঞ্জরে গুঞ্জরে ভ্রমরা ফুলের মধু খায়,
ফুলের মধু ফুলে র'ল ভ্রমর উড়ে যায়।
এও মাস গেল চিলা নারীর না পুরিল আশ,
নবরঙ্গ নউলী যৈবন সামনে মাঘ মাস।
মাঘ মাসেতে ওগো চিলালো নারী দুগুণ পরে জার,
চিলা নারী বিছানা পাতে শয়ন মন্দির ঘর।
অবলা তুলার বালিশ কথা নাহি কয়,
আহারে বৈদেশী সাধু তোরে লাগল পাই।
অঞ্চলে বিছায়ে আমি রজনী পোহাই।

এও মাস গেল চিলার না পুরিল আশ,
নবরঙ্গ নউলী যৈবন সামনে ফাল্‌গুন মাস।
ফাল্‌গুন মাসেতে চিলালো নারী ফাগু খেলে রাজা,
আম্বু ডালে ভরসা করে কোকিল সাজায় বাসা।
সাজাক সাজাক বাসা তোলা'ক ছু'টি ছাও,
সোনা দিয়া বাঁধ্যা দেবো কোকিলার ঠোট পাও।
এও মাস গেল চিলার না পুরিল আশ,
নবরঙ্গ নউল যৈবন সামনে চৈত্তির মাস।
চৈত্তির মাসেতে চিলালো নারী এ শাক নালিতা,
সবের মুখে লাগে ভালো চিলার মুখে তিতা।
রাঁধিয়া বাড়িয়া শাকরে সোমরাইতাম থালে,
মোর সাধু থাক্‌তো দেশে দিতাম তার ঐ গালে।
এও মাস গেল চিলার না পুরিল আশ,
নবরঙ্গ নউলী যৈবন সামনে বৈশাখ মাস।
বৈশাখ মাসেতে চিলালো নারী কৃষাণে বোনে বীজ,
কোটরা গুলায়া আমি খা'তেম গরল বিষ।
বিষ খা'তেম জহর খা'তেম জানতো বাপ মায়,
আমার দিছিলো বিয়া দূর দেশ ঠাঁই।
এও মাস গেল চিলার না পুরিল আশ,
নবরঙ্গ নউলী যৈবন সামনে জৈষ্ঠি মাস।
জৈষ্ঠি না মাসেতে গাছে পাকা আম,
মোর সাধু থাকতো দ্যাশে খাইতাম আম।

আম খাইতাম কাঁঠাল খাইতাম পঞ্চ গাভীর দুধ,
শয়ন মন্দিরে বস্যা করিতাম কৌতুক।

এও মাস গেল চিলার না পুরিল আশ
নবরঙ্গ নউলী যৈবন সামনে আষাঢ় মাস,
আষাঢ় মাসেতে চিলালো নারী গাঙে নতুন পানি।
কত সাধু বায় নৌকা উজান ভাটানী।
যার সাধু গেছে পাছে সেও ত আ'ল আগে,
মোর সাধু গেছে আগে খাইছে বনের বাঘে।

এও মাস গেল চিলার না পুরিল আশ,
নবরঙ্গ নউলী যৈবন সামনে শাঁওন মাস।
শাঁওন মাসেতে চিলালো নারী খেতে ভাসে নাড়া,
নাড়ার উপর বস্যা ডাকে নিদারুণ কোঁড়া।
ডাক ডাকে ডাকিনীরে ডাকে তনুর হ'ল শেষ,
নিদারুণ কোঁড়ার ডাকে ছাড়বো রাজার দেশ।
যে না দেশে গেছেরে সাধু সেই না দেশে যাও,
সেই না দেশে যায়ারে কোঁড়া ডাকো ঘনঘন,
শুনিয়া কোঁড়ার ডাক সাধু দেশে করবি মন।

এও মাস গেল চিলার না পুরিল আশ,
নবেরঙ্গ নউলী যৈবন সামনে ভাদ্দর মাস।
ভাদ্দর মাসে চিলালো নারী গাছে পাকা তাল।
মোর সাধু থাকতো দেশে খাতাম পাকা তাল।

এও মাস গেল চিলার না পুরিল আশ,
নবরঙ্গ নউল যৈবন সামনে আশ্বিন মাস।
আশ্বিন মাসে চিলালো নারী দেবী দুর্গার পূজা,
ঘরে ঘরে করে পূজা বাঁওনের বিধবা।
আহারে বৈদেশী সাধু তোরে লাগাল পাই,
অঞ্চল বিছায়া রে সাধু আমি রজনী পোহাই।

এও মাস গেল চিলার না পুরিল আশ,
নবরঙ্গ নউল যৈবন সামনে কার্ত্তিক মাস।
কার্ত্তিক মাসে চিলালো নারী ক্ষেতে পরে নেতি,
মোর সাধু আ'লো দেশে কাঁধে লইয়া ছাতি।
আহারে বৈদেশী সাধু তুই বড় নিষ্ঠুর,
বঞ্চিত করলি মুখের পান সিঁথ্যার সিন্দুর।
সিঁথির সিন্দুর আমার নৈলাম হ'ল,
আসমানের চন্দ্র সূর্য্য আন্ধেতে ঘিরিল।

৯১

বালির বারোমাসী

আগর চন্দন বাটিয়ারে হারে বালি কোটরায় সাজাল
কি হাঁলো বালি স্নান করো যমুনা জলে,
দাসী বাঁদী লইয়ারে, হারে বালি চলিল
কি হাঁলো বালি স্নান করো সান বাঁধা ঘাটে।

পাতা জলে নামিয়ারে
হাঁলো পাতা মাঞ্জন করে
কি হাঁলো বালি স্নান করে যমুনার জলে।

হাঁটু জলে নামিয়ারে
হাঁলো বালি হাটু মাঞ্জন কর
কি হাঁলো বালি স্নান করো সানবাঁধা ঘাটেরে:

মাজা জলে নামিয়ারে
হারে বালি মাজা মাঞ্জন কর
কি হারে বালি স্নান করো সান বাঁধা ঘাটেরে।

বুক জলে নামিয়েরে
হাঁরে বালি বুক মাঞ্জন করো
কি হাঁলো বালি স্নান করো আউলে মাথার কেশে

হারে বালি স্নান কররে
কি হারে বালি এনা স্নান কররে
কি হাঁলো বালি সামনে পড়িল রসের বান্যারে।

হারে হাটে যাও বাজারে যাওরে
হারে বান্ধা ডানি বামে ঘোররে
কি হারে সন্ধ্যা লাগলে যেও আমার বাড়ী।
চাল দেব ডা'লরে
কি হারে বান্ধা রুসাই করে খেও
কি হারে বান্ধা শুতে দিব জোর মন্দির ঘরে।
কিনা বাঁশী বাজাও রে
কি হারে বান্ধা ক্ষীর নদীর কূলে
কি হারে বান্ধা বাঁশীর স্বরে পাগল করলি আমারে

৯২

রাধার বারোমাসী

জৈষ্ঠি না আষাঢ় মাসে ও রাধে নদী উজায় মাছ,
ওরে রাধা যায়রে জল ভরিতে কানাই লাগল পাছ।
বাঁশীটি থুয়ে কানাই নামে হাঁটু জলে
নেতের অঞ্চল দিয়া রাধা বাঁশী চুরি করে।

বাঁশীটি হারায়ে কানাই ভাবে মনে মন
এমন সুরে বাঁশী নিল কোন জন।
বাশীটি হারায়ে কানাই যায়রে গোয়াল পাড়া
ঘরে ঘরে জিজ্ঞাসা করে তোমারা এ বাশী চোরা।

*　　*　　*　　*

"কেমন তোমার মাতাপিতা কেমন তোমার হিয়া।

একেলা পাঠাইছে ঘাটে কলসী কাঁখে দিয়া ॥"
"ভাল আমার মাতাপিতা ভাল আমার হিয়া,
একেল পাঠাইছে ঘাটে বুকে পাষাণ দিয়া।"
"কেমন তোমার মাতাপিতা কেমন তোমার হিয়া,
এত বড় হইছো কানাই না করিছ বিয়া।"
"ভাল আমার মাতা পিতা ভাল আমার হিয়া,
তোমার মত সুন্দর পেলে তয়সেন করব বিয়া।"
"ও কথাটি ছাড় কানাই, ও কথাটি ছাড়,
গলেতে কলসী বেঁধে জলে ডুবে মর।"
"কোথায় পাব এনা কলসী কোথায় পাব দড়ি
তুমি হও যমুনার জল আমি ডুবে মরি।"

* * * *

রাত তুই যারে পোহায়ে
ওরে পরাণ বিদরে আমার প্রাণনাথের লাগিয়া।
বেলা গেল সন্ধ্যা হল গৃহে লাগাও বাতি
রাঁধিয়ে বাড়িয়ে অন্ন জাগব কত রাতি।

রাতের যখন এক প্রহর ডালে ডাকে শুয়া,
ওরে ফুলশয্যা বিছানায় রাণী কাটে চিকন গুয়া।
রাতের যখন তুই পহর ফূল ফোটে কেওয়া,
ওরে রাধিকার যৌবন দেখে গুঞ্জরে ভ্রমরা।
রাতের যখন তিন পহর ছুটে সর্ব্ব ঘাম
ছেড়েদে মন্দিরের কেওয়াড় জুড়াব পরাণ।

রাতের যখন চার পহর, যাবে গোয়াল পাড়া,
কাড়ে' নেবে হস্তের বাঁশী ছিড়বে গলার মালা।
এ রাত প্রভাত হলরে পূবে উদয় ভানু,
রাধিকার অঞ্চল ধরে বিদায় মাগে কানু

৯৩

রাধার বারোমাসী

পীরিতি পীরিতি বিষম চরিতি রে
কে বলে পীরিতি ভাল,
ওরে কালিয়া সনে করিয়া প্রেম
আমার ভাবিতে জনম গেল।
সে বড় কালিয়া, না গেল বলিয়া
আর কতদিন রব আশে,
আমি ডাকিয়া ভাঙ্গিলাম রসের গলারে
আরে তবু না পালাম মন রে।
ওরে রাধানাম পর কি আপন হয়।
বঁধুর বাড়ী ফুলের বাগিচারে
তাহার উপরে ফুল,
কত গুঞ্জরে ভ্রমরা
রাধিকা মজাল কুল।
আঙ্গুল কাটিয়া কলম বানালাম রে
নয়নে পাড়িলাম কালি।

আমি হৃদয় চিরিয়া লেখন লিখিয়া
পাঠালাম বন্ধুর বাড়ী।
সাগর সে চিলাম ধিয়ের * পাতিলাম
মাণিক পাবার আশে,
সাগর শুকাল মানিক লুকাল
আপনার-কর্ম্ম দোষে।
আরে ঘষির আগুনে তুষের ধুঁয়ায়
জ্বলে জ্বলে মরি,
আমি এত না করিয়া যোগা'লাম মনরে
তবু না পা'লাম মন রে।

— তামাম শুদ —

* ধিয়ের—মৎস্য ধরিবার এক প্রকার যন্ত্র।

পরিশিষ্ট

১—৫ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত।

৭—৯ স্নেহাস্পদ বন্ধু মৌলভী আহমদ হোসেন, এম-এস্-সি সাহেবের সাহায্যে নদীয়া, কুমারখালি হইতে সংগৃহীত।

১০—২২ স্নেহাস্পদ মুহম্মদ ইখলাসউদ্দীনের সাহায্যে ফরিদপুর লক্ষ্মী-কোল গ্রাম নিবাসী ফটিক সাঁইএর নিকট হইতে সংগৃহীত।

২৩—২৪ রাজশাহী, খোজাপুর নিবাসী শ্রীজগদানন্দ বৈরাগীর নিকট হইতে সংগৃহীত।

২৫—২৬ পাবনা চকমুরপুর নিবাসী মুন্সী অকিলউদ্দীন বিশ্বাস সাহেবের নিকট হইতে সংগৃহীত।

২৭—২৮ পাবনা, মুরারীপুর গ্রামের প্রেমদাস বৈরাগীর নিকট প্রাপ্ত।

২৯—৩১ মুন্সী অকিলউদ্দীন বিশ্বাস সাহেবের সৌজন্যে।

৩২—৩৬ লক্ষ্মীকোল গ্রাম নিবাসী ফটিক সাঁইএর নিকট শ্রুত ও লিখিত।

৩৭—৩৯ ময়মনসিংহ, গৌরীপুর হইতে বন্ধু শ্রীযুক্ত অমিয়কণ্ঠ নিয়োগী বি, এস্, সি মহাশয়ের সাহায্যে সংগৃহীত।

৪০—৪১ পাবনা জিলার দুলাই গ্রাম হইতে মুন্সী আমানতউদ্দীন মিয়ার সাহায্যে সংগৃহীত।

৪২—৪৪ পাবনা, কাশীনাথপুর থানার অন্তর্গত কাবাসকান্দা গ্রাম নিবাসী মুন্সী ফকির আফতাবউদ্দীন খোন্দকার মরহুম সাহেবের নিকট হইতে সংগৃহীত।

৪৫—৪৭ পাবনা জিলার অন্তর্গত মুরারীপুর গ্রাম মুন্সী ছমির উদ্দীন মণ্ডল সাহেবের নিকট হইতে সংগৃহীত।

৪৮—৪৯ পাবনা জিলার অন্তর্গত মুরারীপুর গ্রাম মুন্সী ছমির উদ্দিন মণ্ডল সাহেবের নিকট হইতে সংগৃহীত।

৫০—৫২ স্নেহাস্পদ বন্ধু মৌলবী মুহম্মদ পরভেজ আলি, বি-এ, সাহেবের সাহায্যে রাজসাহী জেলার বেলদার পাড়া নিবাসী অন্ধকবি খেজমত সাঁইএর নিকট হইতে সংগৃহীত।

৫৪ পরম কল্যাণীয় সনেটিয়ার রিয়াজউদ্দীন চৌধুরীর সাহায্যে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত ধলাপড়া গ্রাম হইতে ওয়াজেদ আলী সেখের নিকট হইতে সংগৃহীত।

৫৬ ফরিদপুর জিলার খাসচর গ্রাম নিবাসী কানুসরদারের নিকট হইতে সংগৃহীত।

৫৭ পাবনা জিলার কোন গ্রাম থেকে কবিবন্ধু মৌলবী বন্দেআলী মিয়ার সাহায্যে সংগৃহীত।

৫৯—৬০ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত চর মৌকুড়ী হইতে মুন্সী জনাব আলী মিয়ার নিকট হইতে সংগৃহীত।

৬০—৬১ রাজসাহী জিলার কোন গ্রাম হইতে সংগৃহীত।

৬২ রাজসাহী জিলার বেলদার পাড়া নিবাসী অন্ধকবি খেজমত সাঁইএর নিকট হইতে সংগৃহীত।

৬৩—৬৪ পাবনা জিলার কোন গ্রাম হইতে সংগৃহীত।

৬৬ পাবনা জিলার মুরারীপুর গ্রাম নিবাসী ছমিরুদ্দীন মণ্ডল সাহেবের নিকট হইতে সংগৃহীত।

৬৭ পাবনা জিলার মুরারীপুর গ্রাম নিবাসী নায়েব আলী মণ্ডলের নিকট হইতে হইতে সংগৃহীত।

৬৮ —আবদুল জব্বারের নিকট হইতে সংগৃহীত।

৬৯ পাবনা জিলার চরখলিলপুর গ্রাম নিবাসী জসিমুদ্দীন খাঁর নিকট হইতে সংগৃহীত।

৭০ ফরিদপুর জিলার লক্ষ্মীকোল গ্রাম হইতে মুহম্মদ তালেবর রহমান ও মৌলবী মোহাম্মদ আজাহার উদ্দীন, এম-এ সাহেবের সাহায্যে সংগৃহীত।

৭১ মুর্শিদাবাদ, লালগোলা নিবাসী মৌলবী সানাউল্লাহ্ সাহেবের সাহায্যে মুর্শিদাবাদের কোন পল্লী হইতে সংগ্রহীত।

৭২ স্নেহাস্পদ বন্ধু ডাক্তার আবদুল হামিদ সাহেবের সাহায্যে পাবনা জিলার অন্তর্গত বন্নাকন্দী গ্রাম হইতে সংগৃহীত।

৭৩—৭৭ পরমশ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু মৌলবী শেখ ফজললকরিম সাহিত্যবিশারদ সাহেবের সাহায্যে রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত কাকিনা হইতে সংগৃহীত।

৭৮ শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বসুর নিকট হইতে প্রাপ্ত।

৭৯ রাজসাহী বেলদারপাড়া নিবাসী খেজমত সাঁইএর নিকট হইতে সংগৃহীত।

৮০ পাবনা দৌলতপুর নিবাসী মৌলবী আবদুল কাদেরের সাহায্যে সিরাজগঞ্জ হইতে সংগৃহীত।

৮১—৮৩ মৈমনসিংহ গৌরীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অমিয়কণ্ঠ নিয়োগী, বি, এস, সি মহাশয়ের সৌজন্য প্রাপ্ত।

৮৪—৮৭ মুর্শিদাবাদ জিলার কোন পল্লী হইতে সংগৃহীত।

৮৮ পাবনা জিলার উল্লাপাড়া হইতে সংগৃহীত।

৮৯ পাবনা জিলার মুরারীপুব গ্রাম নিবাসী ছমিরুদ্দীন মণ্ডলের নিকট হইতে সংগৃহীত।

৯০ ফরিদপুর জিলার খাসচর নিবাসী জাবেদ আলী সরদারের নিকট হইতে সংগৃহীত।

৯১—৯৩ ফরিদপুর জিলার লক্ষ্মীকোল গ্রাম নিবাসী ইখলাছউদ্দীনের সাহায্যে লক্ষ্মীকোল হইতে সংগৃহীত।